জীবনে-মরণে।

[গ্রেট ন্যাসন্যাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত]

২রা আষাঢ় ১৩১৮।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত।

কলিকাতা,

উইলকিন্‌স প্রেস, কলেজস্কোয়ার

জে, এন বসু দ্বারা মুদ্রিত

এবং গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ১৩৯নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট হইতে

প্রকাশিত।

১৩১৮।

মূল্য আট আনা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

"জীবনে মরণে" নাটিকা বাণীর বরপুত্র কবিবর রবীন্দ্রনাথের "দালিয়া" নামক গল্প অবলম্বনে লিখিত। উদারহৃদয় রবি বাবু আমাকে উক্ত নাটিকা প্রকাশ করিতে অনুমতি প্রদান করিয়া চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

উৎসর্গ।

সোদর প্রতিম শ্রীমান ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরম স্নেহাস্পদেষু—

ভাই ভূপেন,

সংসার রঙ্গভূমে সুখে দুঃখে, তুমি আমার সমব্যথী এবং চিরসাথী, তোমার সহিত আমার জীবন মরণের সম্বন্ধ! সেই পবিত্র সম্বন্ধ, জীবনে-মরণে-স্মৃতি চির-জাগরুক রাখিবার জন্য আমার রচিত প্রেমের একখানি মধুময় ছবি "জীবনে মরণে" সাদরে, সস্নেহে পূর্ণ ভাল-বাসায় তোমার করকমলে অর্পণ করিলাম, আশা তুমি জ্যেষ্ঠের এ উপহার আদরে হৃদয়ে ধারণ করিবে।

নিত্য শুভাকাঙ্খী

অমরেন্দ্র নাথ।

জীবনে মরণে

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।



বিলাস কানন।

শাহজেনান ও নর্ত্তকীগণ।

(গীত)

ছোড়ব নূতন্ তান, গায়ব নূতন গান,
নূতনে নূতন আজু মিলায়বলো।
নূতন পরাণ লিয়ে মজ্গুল্ হোয়ে,
নূতন ইয়ার্কো মজায়বলো॥
নূতন চাঁদিনী রাতমে, নূতন পিয়ারা সাথমে,
সরাব ঢালব ভরপুর পিয়ায়ব,
নূতন প্রেমকি খেলা খেলব লো॥

শাহ। সুন্দর! অতি সুন্দর! যথার্থই তোমাদের কণ্ঠস্বর বড়ই মনোমুগ্ধকর! কিন্তু কই—আমার প্রাণেতো তৃপ্তি এলো না। আমিত তেমন আনন্দ লাভ কল্লুম না! কেন বল দিকি বিবি?

প্র—নর্ত্তকী। জাঁহাপনা! আমাদের কি এমন অদৃষ্ট হবে, যে আমরা নৃত্যগীতে আপনাকে আমোদ দিতে পারবো?

শাহ। কেন পারবে না? নৃত্যগীতে যদি লোককে আনন্দ দেওয়া না যায়—তবে পৃথিবীতে এমন কি জিনিস আছে যাতে প্রাণ মেতে উঠতে পারে? ভাল, তোমাদের একটা কথা বলি; এই যে তোমরা নৃত্যগীতে আমাকে আনন্দ দান কর্ত্তে সক্ষম হ'লে না—এর কারণ কি জান? আমার বোধ হয় তোমরা নিজের প্রাণের আনন্দের সঙ্গে নৃত্যগীত কর্চ্ছ না। তোমরা কর্ত্তব্যের অনুরোধে—বেতনভোগী বলে বাধ্য হয়ে নিজেদের সম্পূর্ণ অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও দেশের সম্রাটের মনস্তুষ্টির জন্য হুকুমে হাজির হয়ে আমাকে আমোদ দিতে এসেছ—কিন্তু তোমরা ত আমোদ ক'রতে আসনি!

দ্বি—নর্ত্ত। সে কি জনাব?

শাহ। মিথ্যা কথা বোলোনা। তোমাদের ভিতর হয়ত কারুর শরীর অসুস্থ—হয়তো কারুর মেজাজ আচ্ছা নয়—হয়তো কারুর প্রাণে একটা কোন রকম চিন্তা আছে—হয়তো কেউ নিজের কোন আত্মীয় স্বজনের বিরহে ব্যাকুলা! কিন্তু সে সকল অন্তরে রুদ্ধ রেখে মুখের হাসি হেসে নবাবের মন রক্ষা করবার জন্য বিলাস কাননে এসে আমোদে যোগদান করেছ, কেমন, এই না? সত্য কথা বল! ভাবছ— সত্য কথা

ব'ল্লে আমি রুষ্ট হব ? আল্লার দোহাই—আমি তা হলে বড় সুখী হব। তোমাদের অনিচ্ছাপ্রবাহিত কলকণ্ঠের ঐ সুমধুর সঙ্গীতের ধ্বনি অপেক্ষা তোমাদের কোমল প্রাণের নির্ভিকতা ও সরলতা আমাকে অনেক স্ফূর্ত্তি দেবে।

প্র—নর্ত্ত। জনাব! আপনি দেশের মালেক—আমাদের অন্নদাতা ভয়ত্রাতা চিরপূজ্য। যখন অভয় দিলেন, তখন মিথ্যা কথা কেন বলবো জাঁহাপনা? হুকুমে মানুষ হাজির হয় বটে—কিন্তু আমোদ কারুর হুকুম মানেনা। আমরা দীন দুঃখী; দিন গুজরানের জন্য নৃত্যগীত শিক্ষা করেছি—নিজেরা আনন্দ ক'রবো বলেত' নয় হুজুর!

শাহ। ভাল—তোমাদের প্রতি আমার এই আদেশ, তোমাদের যখন নিজেদের আনন্দ ক'র্ত্তে ইচ্ছা হবে—তোমরা আপনার মনে আনন্দ কর্ব্বে! আমার সে আনন্দে যোগদান কর্ব্বার ইচ্ছা হয়, আমি নিজে এসে যোগদান কর্ব্বো। আর আমি তোমাদের হুকুম করে আনন্দ ক'র্ত্তে বলবো না। তোমরা স্থানান্তরে যেতে পার।

(খোজার প্রবেশ।)

খোজা। জাঁহাপনা! উজীর সাহেব একটা জরুরি কাজের জন্য একবার হুজুরে হাজির হতে চায়।

শাহ। অসময়ে উজীর? ভাল—তাঁরে আসতে বল।

খোজা। জো হুকুম।

[খোজার প্রস্থান।

প্র—নর্ত্তকী। জাঁহাপনা! আমরা কি এখন অন্তরালে যাব?

শাহ। তোমাদের ত বলে দিয়েছি—তোমরা আপন ইচ্ছামত কার্য্য কর্ব্বে।

[নর্ত্তকীগণের প্রস্থান।

(উজীরের প্রবেশ।)

উজীর। বন্দেগী জনাব! অধীনের বেয়াদবি মাফ হয়! বিশ্রামের সময় ব্যাঘাত দিলেম।

শাহ। কি চাও উজীর?

উজীর। জনাব! একজন ফকির নবাবদর্শন কামনা করে। জাঁহাপনার আদেশ আছে—যখন কোন সাধু ফকির বা মোল্লা হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে আসবে, তখন যে অবস্থায় যখন যেখানে হোক, আপনার নিকট তাঁকে আসতে দেওয়া হবে, তাই হুজুরকে সংবাদ দিতে আমি আপনি এসেছি।

শাহ। উত্তম করেছ উজীর! তবে আর আমাকে সংবাদ দেবার আবশ্যক কি ছিল? একেবারে তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এলেই হ'ত।

উজীর। চিন্তা কি জনাব? আমি এই দণ্ডেই তাঁকে বহু সম্মানের সহিত হুজুরে এনে উপস্থিত ক'রছি।

[উজীরের প্রস্থান।

শাহ। আশ্চর্য্য মনের গঠন! সাম্রাজ্যে, ঐশ্বর্য্যে, অতুল সম্পদে সুখ পাওয়া যায়না! এত বড় রাজ্যের অধীশ্বর হ'য়েও আমি শান্তিহারা! তবে কি দীন দরিদ্র কুটীরবাসী—তারাই এ সংসারে যথার্থ সুখী? তারাই যদি সুখী—তবে তাদের দুঃখী বলে কেন? দুনিয়ায় অভাবই দুঃখ—অভাব পূর্ণ হয়না বল্লেই মহাদুঃখ। কিন্তু আমার তো কোন অভাব নেই,

তবে আমার দুঃখ কিসের ? তবে কি আমার কোন দুঃখ নেই—এই দুঃখই আমার মহাদুঃখ ?

(ফকিরবেশী রহমৎ আলি ও উজীরের প্রবেশ।)

রহমৎ। বন্দেগী সাহাজাদা—খোদা আপনার মঙ্গল করুন।

শাহ। বন্দেগী ফকির সাহেব ! কি উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করুন।

রহ। জাঁহাপনার যদি মর্জ্জি হয় তো—একটু নির্জ্জনে সাক্ষাৎ কর্ব্বার বাসনা করি।

শাহ। উজীর ! তুমি যেতে পারো।

উজীর। জো হুকুম জনাব।

[উজীরের প্রস্থান।

রহ। জাঁহাপনা ! এ দাসকে আপনি সম্মান ক'রবেন না—আমি যথার্থ ফকির নই—ফকিরবেশধারী মাত্র।

শাহ। তা হোক—আপনি যখন ফকিরের বেশ ধারণ করেছেন, আমি যখন আপনাকে বাহ্যিক আবরণে সাধুর আকারে দেখছি—তখন আপনি আমার সম্মানের যোগ্য।

রহ। জাঁহাপনা ! আমার পরিচয় প্রদান ক'ল্লে আপনি হয়তো আমার কোতলের হুকুম দেবেন।

শাহ। সেকি ? কেন ?

রহ। আমি জাঁহাপনার শত্রুর অনুচর—

শাহ। আমাকে সন্দেহে রাখবেন না ; শীঘ্র আপনার পরিচয় দিয়ে আমার উৎকণ্ঠা দূর করুন। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে আপনার নিকট প্রতিশ্রুত হচ্ছি যে, আপনি আমার অতি বড় শত্রু হ'লেও আমি আপনার তিলমাত্র অনিষ্ট কর্ব্বো না।

রহ। জাঁহাপনা! আমি আপনার পিতৃশত্রু শা সুজার বিশ্বাসী কর্ম্মচারী রহমৎ আলি।

শাহ। শা-সুজা?

রহ। হাঁ জনাব—শা-সুজা! আপনার স্মরণ হবেনা—সে আজ প্রায় বিশ বৎসরের কথা—আপনি তখন অতি শিশুমাত্র।

শাহ। হাঁ—শুনেছি আমার পিতা তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিলেন।

রহ। শুধু পরাজিত নয়, বধও করেছিলেন। অনুমতি করেন ত সমস্ত ঘটনা আপনার নিকট যথাযথ বর্ণনা করি।

শাহ। কোনও বাধা নাই, তুমি অকপটে সমস্ত বৃত্তান্ত আমার নিকট ব্যক্ত কর। আমি তোমাকে অভয় দিয়েছি, তুমি কোনও বিপদের আশঙ্কা কোরোনা।

রহ। সম্রাট! শা-সুজার পরিচয় আশা করি আপনি অবগত। তিনি প্রবল পরাক্রান্ত বাদশাহ আওরঙ্গজেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, রাজ্য পরিত্যাগ করে আপনার পিতার নিকট আতিথ্যগ্রহণ করেন। সঙ্গে সামান্য দুচারজন অনুচর এবং তিনটী অতি অল্প বয়স্কা সুন্দরী কন্যা ভিন্ন আর কেহই ছিলনা। কন্যাত্রয়ের অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে আপনার পিতার ইচ্ছা হয় যে, আপনার ও আপনার অপর দুই সহোদরের সঙ্গে তাঁদের বিবাহ দেন। কিন্তু বালিকারা অত্যন্ত অল্পবয়স্কা—জ্ঞানশূন্যা এবং সম্রাট শা-সুজার মানসিক অবস্থাও তখন অত্যন্ত মন্দ বলে, তিনি আপনার পিতার প্রস্তাবে অসম্মত হন।

শাহ। তার পর?

রহ। আর বলব কি জনাব! কিন্তু সে যে বড় অপ্রিয় কথা!

শাহ। হোক—তুমি বল—সে বালিকা তিনটীর কি হ'ল?

রহ। আপনার পিতা শা-সুজার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে, একদিন অনুচরবর্গের দ্বারা ছলক্রমে তাঁকে নৌকাযোগে নদীমধ্যে নিয়ে গিয়ে নৌকা ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করেন।

শাহ। ছি—ছি!

রহ। শাহাজাদা! আপনি ব্যথিত হচ্ছেন—থাক্—তবে আর সে কথায়—

শাহ। না—না—তুমি বল। আমার বুকে ব্যথা লাগেনা, আমি পাষাণ।

রহ। শা-সুজা কনিষ্ঠা কন্যা আমিনাকে বড় ভালবাসতেন। এই বিপদের সময়ে তিনি তাঁকে স্বয়ং নদীবক্ষে নিক্ষেপ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা ক'রে প্রাণ ত্যাগ করেন, আর আমি মধ্যমা কন্যা—জুলিয়াকে তখনও জীবিতা দেখে মমতায় ব্যাকুল হয়ে তাঁকে কোলে নিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌লেম। কোন উপায়ে সাঁতার দিয়ে তাঁকে পরপারে নিয়ে গিয়ে পৌঁছলেম—কিন্তু তীরে পৌঁছেই আমার চৈতন্য বিলুপ্ত হল।

শাহ। সে কন্যাটী?

রহ। জীবিতা অবস্থায় তাঁকে জল থেকে তুলেছিলেম—কিন্তু আমার সংজ্ঞা ছিল না, সুতরাং বল্‌তে পাচ্ছিনা তারপর তাঁর কি হল! তবে এই পর্য্যন্ত আমার স্মরণ হচ্ছে—কে যেন এসে আমার কাছে থেকে যত্ন করে তাঁকে তুলে নিয়ে চলে গেল।

শাহ। জ্ঞান হয়ে তুমি কি কল্লে ?

রহ। সেই অবধি এই বেশে আমি তাঁদের অনুসন্ধানে দুনিয়া ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি—কোথাও সন্ধান পাচ্ছিনা। লোক পরম্পরায় শুনলেম—কন্যা দুটীই জীবিতা আছেন,আর তাঁরা নাকি এই আরাকান রাজ্যে কোথায় গোপনে অবস্থান কচ্ছেন।

শাহ। তাহলে এখন তুমি কি চাও ?

রহ। জাঁহাপনা ! সর্ব্বত্র আপনার মহানুভবতা, সহৃদয়তা এবং বদান্যতার যশোগান শুনে আপনার কাছে আশ্রয় গ্রহণ ক'র্ত্তে এলেম। যদি আদেশ হয় আমি আপনার ভৃত্য স্বরূপ এখানে নিযুক্ত হয়ে সেই অভাগিনী কন্যাদ্বয়ের অনুসন্ধান করি।

শাহ। আমি খুব আনন্দের সহিত তোমায় রাজসংসারে আশ্রয় দান কচ্ছি ;—তুমি তাঁদের অনুসন্ধান কর। তুমিও অনুসন্ধান কর—আমিও অনুসন্ধান করি। দেখি কে কতদূর কৃতকার্য্য হয়।

রহ। যথা আজ্ঞা।

শাহ। তবে একটা কথা—তুমি রাজসংসারে কারও নিকট আত্ম পরিচয় প্রদান কোরোনা, অথবা এই ইতিহাস বিবৃত কোরোনা, এইমাত্র আমার অনুরোধ।

রহ। জো হুকুম জাঁহাপনা !

শাহ। কৈ হায়—

(খোজার প্রবেশ।)

শাহ। এঁকে বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও—

[খোজা ও রহমৎ আলির প্রস্থান।

শাহ। শরণাগতকে হত্যা? উৎপীড়িত, আশ্রয়চ্যুত, ভয়ার্ত্তকে স্থান দান করে তাঁর প্রতি এইরূপ অত্যাচার? পিতা! পিতা! এ দুর্ম্মতি আপনাকে কে দিয়েছিল? এমন মহা-পাতক ক'র্ত্তে আপনার হৃদয় অনুমাত্র বিচলিত হয়নি? না না, পিতৃনিন্দা ক'র্ব্ব না—আমি আমার কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দেব না। যার নসীবে যা আছে তা দুনিয়ায় খণ্ডন করে কার সাধ্য? পিতা যদি ভ্রমবশে অন্যায় করে থাকেন, সাধ্যমত আমি তার প্রায়শ্চিত্ত কোর্ব্বো। খোদা! আমার পিতাকে মার্জ্জনা করুন।

(তাহেরের প্রবেশ)

তাহের। হুঁ—যা ভেবেছি তাই! ফাঁক পেয়েই রোগ চাগাড় দিয়েছে! (ঈষৎ চীৎকার পূর্ব্বক) দোস্ত্! এখানে আছ?

শাহ। কি খবর তাহের?

তাহের। (পূর্ব্ববৎ) জাঁহাপনা এখানে আছেন? নবাব সাহেব—ও নবাব—

শাহ। একি! কাকে ডাক্‌ছ!

তাহের। (পূর্ব্ববৎ) বন্ধু! বলি কোথায় গেলে ও দোস্ত্—

শাহ। কি ছেলেমানুষি ক'চ্ছ তাহের? মিছিমিছি কেন চেঁচাচ্ছ?

তাহের। তোমাকে জিজ্ঞাসা কচ্ছি—আমাদের নবাব বাহাদুর এখানে আছেন কি?

শাহ। এ আবার কি রহস্য? নবাব বাহাদুর কে?

তাহের। উহুঁ—এখনও রোগের ওবুধ ধরেনি। (খুব চীৎকার করিয়া) বলি আমাদের আরাকানের সম্রাট শাহজেনান বাহাদুর এখানে আছেন কি?

শাহ। তুমি চেঁচাও—আমি চল্লুম—

তাহের। (ধরিয়া) ইয়া আল্লা—এইবার ধাতে এসেছ। তোমার মনের সঙ্গে আমার দরকার—বাইরের ঠাটখানা নিয়ে তো কোন ফায়দা হবে না দোস্ত্। এসেই দেখলুম, সব লোকজন, মাগীমদ্দ, আমোদ আহ্লাদ ভাসিয়ে দিয়ে—মনটীকে কোথায় উড়িয়ে ধড়টীকে সাজিয়ে রেখেছ, কাজেই চেঁচিয়ে তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এলুম!

শাহ। কি হয়েছে কি?

তাহের। সে তুমিই জান! কি হয়েছে তোমার—যদি আমি জানতেই পার্ব্ব তাহলে হকিমি কোরে একটা নির্ঘাত দাওয়াই ঝেড়ে রোগটাকে কাবু করে ফেলতুম! রোগের মধ্যে কেবল "প্রাণে ফূর্ত্তি নেই"—এই এক বুলি—

শাহ। কি কর্ব্ব ভাই বল—ফূর্ত্তি না হলে আমি কি কর্ব্ব?

তাহের। কর্ব্বে আর কি—আমার গালে দুটী থাপ্পোর ঝাড় আমি তোমাকে সত্যিই পেরে উঠলুম না বন্ধু! আমি কোথায় চেষ্টাচরিত কচ্ছি—কিসে দুটো মজা কোর্ব্বো, তোমাকে একটু আমোদ দোবো—একটু অন্যমনস্ক কোর্ব্বো, আর তুমি সে দিকে আমলই দিচ্ছ না। নেই—নেই বল্লে সাপেরও বিষ থাকে না জান?

শাহ। বেশ ত—তোমার ত কোন কাজে আমি তোমাকে বাধা দিই না। তুমি যদি আমাকে আনন্দ দিতে পার—আমি তোমার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো। শোন তাহের! আর আমরা বালক নই, সংসারের সঙ্গে ছেলেখেলা করবার সম্বন্ধ ঘুচে গেছে! যদি আমার দুঃখে দুঃখী হও,

যদি আমায় সুখী কর্ত্তে চাও—আমার মনের ব্যথা দূর করবার যথার্থ উপায় উদ্ভাবন কর।

তাহের। বেশ—বহুৎ আচ্ছা—এইত চাই! বাঁদিগুলো কোথায় গেল? তারা একঘেয়ে হয়ে গেছে? আচ্ছা তা যাক্—একটু রকম ফের দেখ দেখি।

শাহ। কি রকম?

তাহের। দেখ না! (নেপথ্যাভিমুখে) এস—এদিকে সব চলে এস—

(নিগ্রোগণের প্রবেশ এবং বাদ্য ও বংশী বাজাইয়া নানা রঙ্গে নৃত্য ও প্রস্থান)

শাহ। থাক্ থাক্ অনেক হয়েছে—আর না। এদের সব এনাম দাও।

তাহের। বল কেমন লাগলো?

শাহ। মন্দ কি—

তাহের। আ সর্ব্বনাশ! মন্দ কি?

শাহ। তা কি বল্‌বো?

তাহের। এই এত দেখে শুনে—এত হেসে হেসে, মজা করে, মজা দেখে—শেষে এক ছটাক অভিমত প্রকাশ করা হোলো কি না "মন্দ কি"? না—তুমি সব পার,তুমি গলায় ছুরি দিতে পার।

শাহ। কে হাসলে, কে আমোদ পেলে তাহের? হা অদৃষ্ট!

তাহের। না বাবা! হার মানলুম, নিজের আস্তানায় চল্লুম। ভাই! বলে ফেল আমায় কি কর্ত্তে হবে? তারপর দেখ, আমি ডিগবাজী খেয়েই হোক্—কিম্বা কবরে শুয়েই হোক—যেমন করে পারি তোমার কাজ করে দিই।

শাহ। তুমি শা-সুজার কথা কিছু জান ?

তাহের। কতক কতক জানি ! শুনেছি—তোমার পিতার তিনি পরম শত্রু ছিলেন। কিন্তু তিনি ত নিপাত হয়েছেন—তার জন্য চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই।

শাহ। কারণ যথেষ্ট আছে। শুনলেম তিনি আমার পিতার শরণাগত হয়েছিলেন। কিন্তু অতি তুচ্ছ কারণে পিতা তাঁকে যুদ্ধে অসহায় অবস্থায় নিহত করেন ! আরও শুনলে আমার পিতারই অত্যাচারে তাঁর বংশনাশ হয়।

তাহের। কি রকম ?

শাহ। তাঁর সঙ্গে তিনটী অপূর্ব্ব সুন্দরী কন্যা ছিল ; আমার পিতা সেই কন্যা তিনটীকে আমাদের তিন সহোদরের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য বলেছিলেন। শা-সুজা অসম্মত হওয়ায় পিতা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে সবংশে তাঁকে বধ কর্ব্বার উদ্যোগ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা করে ; শা-সুজা যুদ্ধে হত হন ; অপর দুটী কন্যা কোন প্রকারে প্রাণ রক্ষা করে পলায়ন করে !

তাহের। তার জন্য আর দুঃখ কি? সে যেমন বেআক্কেলে লোক, তার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে। মেয়েগুলোর একটা বড় রকম হিল্লে হচ্ছিল,—আহাম্মক তা করতে দিলেনা ! সেই সময় আমি থাকলে তাকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াতুম।

শাহ। বিদ্রূপ রাখ ! কাজটা আমার পিতার যে অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই।

তাহের। অবিশ্যি অন্যায়। মেয়েগুলোকে আগে আটক করে, তোমাদের তিন ভাইকে বখরা করে দিয়ে, তাদের বাপকে

পৃথিবী থেকে সরিয়ে নিশ্চিন্ত হলেই হোতো! তাহলে আজ তোমাকে এমন ফাঁকা প্রাণ নিয়ে দুনিয়ার ওপর বিষ-দৃষ্টি করে বেড়াতে হ'তনা।

শাহ। কি ব'লছো তাহের! এখনও রহস্য, একজন শরণাগত বিপন্ন ব্যক্তির সহিত এরূপ ব্যবহার কি কেউ প্রাণ ধরে কোর্ত্তে পারে? না—না—সে সব কথায় আর আবশ্যক নাই। পিতৃনিন্দা মহাপাপ; যা হবার হয়েছে; আজ থেকে আমাদের নূতন কর্ত্তব্য আরম্ভ হ'ল। শা-সুজার যে দুটী কন্যা জীবিতা আছেন, শুনলুম তাঁরা এই আরাকান রাজ্যেই কোথায় ছদ্মবেশে অবস্থান করছেন। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি, যেমন করে পারি তাঁদের অনুসন্ধান কর্ব্বো।

তাহের। সত্যি যদি তারা আরাকান রাজ্যে গা ঢাকা হয়ে থাকেন, তা হ'লে কিছুতেই এই কুঁচ-নয়নের হাত থেকে এড়িয়ে যেতে পার্ব্বেন না। আমি এখনই রওনা হচ্ছি;— একটা হিল্লে লাগাবই লাগাব। হ্যাঁ—একটা কথা জিজ্ঞেস্ করি,—আচ্ছা, হঠাৎ সময় সময় কোথায় গা-ঢাকা হও বল দেখি? সারা রাজধানীটার ভেতর খুঁজে পাওয়া যায় না, আবার দেখি ঝুপ্ করে হঠাৎ এসে হাজির হও।

শাহ। পরে বলবো। তোমার কাছে কখনও আমি কোন বিষয় গোপন করিনি। সময়ে সব জানতে পারবে।

তাহের। তা' হলে আমি একবার সহর পল্লীগুলো ঘুরে ফিরে তল্লাস কর্ত্তে আরম্ভ করি! দেখা পা'ব কখন?

শাহ। আমিই তোমাকে দেখা দোবো এখন।

শাহ। এই কতক্ষণ হল সেখান থেকে এসেছি—আবার মনে হ'চ্ছে এখনই যাই! কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! নীচ বংশে এত রূপ, এত মধুরতা, এত সরলতা কি করে এলো? কেমন করে হ'ল? ইচ্ছা হয় সর্ব্বত্যাগী হয়ে রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, আধিপত্য সমস্ত পদদলিত করে, সেই কুটীরে গিয়ে অবস্থান করি। কুক্ষণে সে দিন নদীর ধারে ভ্রমণ কর্ত্তে গিয়েছিলুম, কুক্ষণে সেই মোহিনী ছবি নয়নপথে পতিত হয়েছিল, কুক্ষণে কৌতুহল পরিতৃপ্তির আশায়, তার সঙ্গে ছদ্মবেশে কথা করেছিলেম! রাজ-রাজেশ্বরের এই পরিণাম? সুখ সমৃদ্ধি, পদমর্য্যাদায় বেষ্টিত এই অসার দেহ—কিন্তু প্রাণ পড়ে আছে—সেই ধীবরের ভগ্ন কুটীরখানির অভ্যন্তরে,—সেই সুন্দর সুখময় স্বর্গোপম শান্তিপূর্ণ স্থানে!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

অরণ্যমধ্যে ধীবরের কুটীরসম্মুখ।

ধীবরবালকগণ।

(গীত)

ঘুরিয়ে জাল ফেলেছি বেজায় তাগ করে।
চুনো পুঁটী কেউ বাদ পড়েনি এককক্ষেপে সব
নিচ্ছি ধরে॥
পাতলা পুকুর কাতলা জলে দিচ্ছিল ন্যাজ নাড়া,
ডাঙ্গায় তুলে আছড়ে ফেলে করেছি দম্‌ছাড়া;
তাড়া খেয়ে রুই ঘির্‌গেল্ ক্ষেপের ভিতর
জড়িয়ে মরে॥
ল্যাটা বাটা বড়ই ট্যাঁটা লাফায় জালে পড়ে,
বাগিয়ে ধরেছি মাগুর তবু নড়ে চড়ে,
খয়রা বেলে ফাঁক দে গ'লে জলেতে গেছে সরে

(আমিনার প্রবেশ)

আমিনা। কেন, কি অসুখে দিন যাচ্ছে? কেমন নিশ্চিন্তে নিরাপদে নির্জ্জন স্থানে রয়েছি! সকাল বেলা পাখিদের ডাকের সঙ্গে জেগে উঠি, আপনার মনের আনন্দে অন্নদাতা পিতার গৃহকর্ম্ম করি। কত সুখ, কত শান্তি, কত হাসি, কত খেলা, এই ছোট খাট দরিদ্রের রাজত্বটুকুর ভেতর!

সবাই আমোদ কচ্ছে,—কেমন আমোদ কচ্ছে,—কত আমোদ কচ্ছে! এত দিনেও কি তাদের মতন হতে পারিনি? এখনও মনে ভাবছি, আমি রাজার মেয়ে—আমার সুখ,ঐশ্বর্য্য, আদর,যত্ন কত বেশী হওয়া উচিৎ ছিল! এখনও সেই পুরোণ কথা, সেই স্মৃতি স্বপ্নের মতন মনে জাগছে! এ সমস্ত আমার পাপ প্রাণের ছলনা মাত্র। মনের সমস্ত ভাবনা ছেড়ে যদি এইটী ঠিক করে নিতে পারি যে, আমি আল্‌নাশা ধীবরের ঔরসজাত কন্যা তিন্নি—মেস্‌রু আমার সহোদর—উন্মাদ দালিয়া আমার আজ্ঞাকারী প্রিয় সহচর! আমি এখানে চির স্বাধীন মুক্ত হরিণীর ন্যায় পৃথিবীর সমস্ত কোলাহলের বাইরে থেকে কতদূরে কত আনন্দে রয়েছি—তা হলে ত আর কোন দুঃখ থাকে না। আমি হতভাগ্য শা-সুজার কন্যা—আমি তাঁর বড় আদরের প্রাণসমা দুহিতা আমিনা, আজ বিধাতার চক্রান্তে এমন দুঃখে--এত দুর্দ্দশায় পড়ে রয়েছি, এ সমস্ত কথাগুলি যদি প্রাণ থেকে জন্মের মত মুছে ফেল্‌তে পারি, তা' হ'লে আমার চেয়ে সুখী সত্যই ত কেউ নেই! কিন্তু তা তো হয় না, মন ত কথা শোনে না, প্রাণ ত মানা মানে না,স্মৃতি তো লুপ্ত হয় না! না হোক্—তবু আমার সুখে থাকতে হবে! মনে কল্লেই সুখ,মনে কল্লেই দুঃখ! আজ দালিয়া এখনও এল না! সেই একবার সকালে এসেছিল, সেই পর্য্যন্ত আর আসেনি। কোথায় যায়, কোথায় থাকে, কখন আসে, কিছুই বুঝতে পারিনি। কি জানি কেন আমার মনে হয় সে আমার—আমিও তার—দুজনে দুজনের জন্য পৃথিবীতে জন্মেছিলুম।

(গীত)

জীবনে মরণে তাহারি চরণে
যাহা কিছু ছিল সঁপেছি।
সে যেন আমার, আমি যে তাহার,
প্রাণ ভোরে ভালবেসেছি ॥
জনমে জনমে মরমে মরমে ;
সরমে বাধা না পেয়ে,
তার ছবি আঁকি তৃষাতুর আঁখি,
ধরিবারে সাধ ধেয়ে ;
তালা আঁটি বুকে, রেখে মহাসুখে,
কব তারে 'তোরে এনেছি।
ভাসায়ে পাথারে, মজায়ে তোমারে,
সাথে সাথে আমি ভেসেছি।'

(আলনাশার প্রবেশ।)

আল। তিন্নি!

আমিনা। কি বাবা!

আল। তোকে নিয়ে আমি বড় মুস্কিলে পড়েছিয়ে বেটী!

আমি। কেন বাবা!

আল। মুস্কিল নয়? তোর কাজ কর্ম্মে একটু মন নেই—কেবল বেড়িয়ে বেড়িয়ে বেড়াবি—গল্প করে সময়টা কাটাবি—এখানে যাবি, ওখানে যাবি—কাজেই আমার রাগ হবে না?

আমি। তাতো হবেই বাবা!

আল। কাজেই তোকে দুটো বকৃতে ইচ্ছা হয়।

আমি। তা বকনা বাবা! বাপ মেয়েকে বকবে না?

আল। কাজেই একটু মেজাজ কড়া কর্ত্তে হয়!

আমি। তা না হ'লে চলবে কেন বাবা! তুমি অত আদর দিলে আমিত তোমার কাছে বেশী আবদার পেয়ে যাব—

আল। কিন্তু সব মাটি হয়ে যায় যে!

আমি। কেন?

আল। তোর ওপর রাগতে পারিনা।

আমি। তুমি বাবা—আমি মেয়ে। আমার ওপোর রাগতে পারনা কেন?

আল। তোর মুখ দেখলে, তোর কথা শুনলে, আমার মেজাজ যে নরম হয়ে যায়।

আমি। তা হ'লে আমার দোষ কি বাবা?

আল। এই যে আমার নূতন জালে আঠা দিস্‌নে—আমার নৌকা খানায় সব জিনিষ পত্তর দিস্‌নে, তা দেখে বড্ডই রাগ হয়েছিল, আজ একেবারে কসম্‌ খেয়ে রেগে তর্‌তরে হয়ে আস্‌ছি—তোকে যাচ্ছেতাই বল্‌বো—

আমি। তার পর!

আল। তারপর আর কি! যেমন তোর মুখ দেখা—

আমি। কি হ'লো?

আল। অমনি সব ভুলে গেলুম। রাগতো গাঙ্‌ পারে চলে গেলই। আবার ক্রমাগত তোর মুখে বাপ্‌—বাপ্‌ শুন্‌ছি, আ প্রাণটা যেন কেঁদে কেঁদে উঠছে, আর নিজের গালে চড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে।

আমি। কেন ?

আল। তোর ওপর যে রাগটা হয়েছিল,— সেটা বিশগুণ হয়ে নিজের ওপর হচ্ছে। মনে হচ্ছে কি জানিস ? কেন তোর ওপর রাগ করেছিলুম ?

আমি। বাবা ! তুমি আমায় বড় ভালবাস ! হাঁ বাবা—এমনি ভালবাসা চিরদিন বাস্‌বে ?

আল। বেটী ! আমার কি কম নসীব ? আমি গরীব—ছোট-জাত, ঘাঁস্‌ ঘেঁটে দিন গুজরাণ করি ! যে দিন তোকে নদীর ধার থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসে বাঁচিয়ে তুল্লুম, আমার মনে হ'ল আমি একজন নবাব বাদশা—নইলে—তোকে আমার বলে ঘরে আনতে পারব কেন ? তবে একটা বড় আপসোষ জান্‌লি বেটী— একটা বড় দুঃখু ! এমন মাণিকটা ঘরে এনে রেখেছি—শুধু মাজা ঘসা যত্ন করবার অভাবে জলুস্‌ কমে যাচ্ছে, দাগ পড়ে আসছে !

আমি। সেকি বাবা ? তোমারই আদরে, তোমারই যত্নে আমি এখনও বেঁচে আছি, তা কি তুমি ভুলে যাচ্ছ ? তুমি যদি দয়া করে প্রাণদান না দিতে তা'হ'লে আজ দুনি-য়াতে তিন্নিকে কি কেউ চখেও দেখতে পেতো ?

আল। তোর যেমন ভাল মন তুই সেই রকম কথাই বল্‌ছিস্‌ ! কিন্তু মা—আমি ত তাতে খুসী নই। তোকে একটা ভাল জিনিস খেতে দিতে পারি না, তোকে একটা ভাল পোষাক পরাতে পারি না—তোকে একটা ভাল থাকবার জায়গা দিতে পারিনা। তবে আমার একটা সুখ কি জানিস ? এ দীন দুঃখীর কুঁড়ে ঘরেও তুই নিজের মনের গুণে আপ-

নাকে বেশ তাজা করে রেখেছিস্—কখনও তোর মুখে দুঃখের চিহ্ন দেখ্‌তে পেলুম না।

আমি। বাবা! আমি তো তোমার পর নই; মেস্‌রুও তোমার যেমন আমিও তোমার তেমনি!

আল। তবে ছেলের চেয়েও মেয়ে মায়ার জিনিস—তাই বুঝি তুই আমার প্রাণের মায়া মেস্‌রুর চেয়ে বেশী অধিকার করেছিস! আমি একবার হাটে যাচ্ছি। হ্যাঁরে তিন্নি! সে দালিয়া আজ আসেনি?

আমি। না বাবা! এবেলা আর সে আসেনি! সে পাগল—যখন খেয়াল হয় তখন আসে।

আল। বড় ভাল ছেলে—বড় আমুদে। কিন্তু ওর ভাব কিছু বুঝিনা। কোথায় থাকে কি বৃত্তান্ত কিছুই জানি না। আমি জিজ্ঞেসা কল্লে কেবল হাসে—কিছুই বলে না।

আমি। আমাকেও কিছু বলে না। আমিও তাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করি না। তুমি হাটে যাও বাবা! আমি তোমার কাজ করে রাখছি।

আল। আচ্ছা—আচ্ছা—আমি আসছি।

[আলনাশার প্রস্থান।

আমি। সরল-হৃদয় বৃদ্ধ! তোমার ঋণ আমি ইহজীবনে পরিশোধ কর্ত্তে পার্ব্বো না। পরিশোধের উপায়ও নেই, শক্তিও নেই!

(মেসরুর প্রবেশ)

মেসরু। তিন্নি! বাবা কোথায় গেল রে?

আমি। কেন?

মেসরু। দরকার আছে, বড় জরুরি দরকার আছে—বল্‌না।

আমি। কেন, কি দরকার শুনি না!

মেসরু। আহা শিগ্‌গির বলে ফেল্‌ না—কেন বাজে সময় নষ্ট করিস্‌? কি দরকার তোকেত বলবোই—

আমি। হাটে গেছে।

মেসরু। এঁ্যা—সত্যি নাকি? হা—টে গেছে? তাহলে আস্‌তে তো একটু দেরি হবে?

আমি। তা হবে বৈকি।

মেসরু। ব্যস্‌, ইয়া আল্লা! তবে খানিকক্ষণ একটু নিষ্পরো-যায় তোর সঙ্গে কথা বার্ত্তা কইতে পার্ব্ব!

আমি। কেন,বাবার সাম্‌নে কথা কইতে তোমার কি লজ্জা করে?

মেসরু। লজ্জা কেন—একটু ভয় করে! ফস্‌ করে হাল পেটা করে দেবে—তাই দুটো প্রাণের কথা কইতে পারি না।

আমি। তুমি আমার ভাই—আমি তোমার বোন! ভাই বোনে কত সুখের দুঃখের কথা কয়—তাতে কেউ দোষে না মেসরু!

মেসরু। তিন্নি! তুই আজ কাল এমন ধারাটা হয়ে গেলি কেন ভাই? ছেলে বেলায় দুজনে কত খেলা করেছি, নদীতে কত সাঁতার দিইছি, কত গাছে উঠেছি, বেড়িয়েছি, এক সঙ্গে খেয়েছি, এক সঙ্গে ঘুমিয়েছি—আর আজ এই ক'বছর দেখছি তুই কাছে ঘেঁসতে দিসনা—তোর কাছে আমাকে দেখলে বাবা মাটীতে মাথা ঠুক দেয়—

আমি। যে বয়সে যা—সেই বয়সে সেই রকম কর্ত্তে হবে বইকি মেস্‌রু! এখন দুজনে বড় হয়েছি, জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে—এখন কি ছেলে মানুষি খেলাধুলো ভাল?

মেসরু। যে বয়সে যা—তাকি আমি জানি না? তুইও দিব্বি ডাগর ডোগর হয়েছিস—আমারও বেশ গোঁপ টোপ নূর টুর গজিয়েছে—এইবার তুই দেড় হাত তফাৎ থেকে আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকবি—আমিও অমনি বুকে হাত দিয়ে তোর পানে চেয়ে মস্ত লম্বা একটা নিঃশ্বাস ছাড়ব! তারপর তুই বলবি—তুমি আমার—আমি বল্‌ব তুইও আমার—আমিও তোর—

আমি। বলে? তার পর—

মেসরু। তারপর দুজনে একটু চোখের আড়াল হলেই, তুই ঝর্‌ ঝর্‌ করে কাঁদতে থাকবি—আমি চুপ্‌ করে এসে তোর চোক মুছিয়ে ঐ নরম তুলতুলে মুখখানি ধরে—

আমি। সাবধান মেসরু! ভদ্রতার সীমার বাইরে যেও না। আমি তোমায় ভালবাসি, স্নেহ করি! সে পবিত্র সহোদর সহোদরার প্রেম পৈশাচিক কল্পনায় কলঙ্কিত কোরোনা। বাবা এলে তোমার ব্যবহারের কথা আমি এখনই বলে দিচ্ছি! এ পাপস্থান আমি আজই ত্যাগ কর্ব্ব!

মেসরু। না না—না না—তিন্নি! তোর পায়ে পড়ছি—তুই কাকেও বলিসনি, তুই ছেড়েও যাস্‌নি! তাহলে আমায় সদ্য সদ্য কবরে যেতে হবে। বাবা শুনলে আমাকে কাবাব বানিয়ে দেবে! তুই চলে গেলে, তোকে একদিন না দেখলে আমি হেঁচ্‌কি তুলেই মরে যাব! আমি যাচ্ছি—আমি যাচ্ছি—অ্যায় খোদা!

[মেসরুর প্রস্থান।

আমি। কত রকম পাগলই এ সংসারে আছে! বিশেষতঃ

পুরুষ মানুষ! একজন পরস্ত্রী দেখলে—আর তাদের মাথার ঠিক থাকে না!

(জুলিয়ার প্রবেশ)

জুলি। আমিনা!

আমি। (চমকিত হইয়া জুলিয়াকে নিরীক্ষণ) এঁ্যা—কে কে তুমি?

জুলি। আমিনা! চিন্তে পাচ্ছিস্ না? না পারা আশ্চর্য্য কি? যুগ কেটে গেছে, কত কাল—কত কাল পরে শৈশবের সরল মনোহর, সুন্দর ছবি বিকৃত অবস্থায় সামনে এনে ধরেছি—না চিন্তে পারবারই ত কথা! কিন্তু বোন! সত্যই কি আমার এত ভয়াবহ পরিবর্ত্তন হয়েছে?

আমি। এঁ্যা তুমি—দিদি—সহোদরা—জুলিয়া! তুমি এসেছ? জগতে এমন ধারা কি হয়? অসম্ভব কি সম্ভব হয়? এমন হারাণো অমূল্য অতুল সামগ্রী বিনা আয়াসে ঘরে বসে কি আবার ফিরে পাওয়া যায়? দিদি! দিদি! আমি কি স্বপ্ন দেখছি নাকি?

জুলি। স্বপ্ন তো অনেক দিন থেকেই দেখ্‌ছি ভগ্নি! সবই স্বপ্ন—এ একটানা স্বপ্নের শেষ তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ভুবনবিখ্যাত সম্রাট শা-সুজার আদরের কন্যা হয়ে জন্মগ্রহণ করে আজ এতকাল পর্য্যন্ত দারুণ দুর্দ্দশার সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত বিক্ষত হচ্ছি। এখনও দুজনে শ্রান্ত ক্লান্ত চরণ নিয়ে পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছি—একি তোমার আমার পক্ষে স্বপ্ন নয়? এতকাল আমার পক্ষে তুমিও মৃত ছিলে—তোমার পক্ষে আমিও মৃত ছিলেম। কিন্তু এ আবার কি?

আবার দুজনের পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ! একি স্বপ্ন নয়?

আমি। দিদি! দুঃখ দিয়ে দিয়ে, দুঃখ পেয়ে পেয়ে বিধাতার দুঃখের ভাণ্ডার বোধ হয় ফুরিয়ে এসেছে! তাই বুঝি তিনি আবার আমাদের একত্র করে দিলেন।

জুলি। হ'তে পারে—এখন কেমন আছিস আমিনা?

আমি। আমি বেশ আছি দিদি! তুমি এখানে কেমন করে এলে—কি করে আমার সন্ধান পেলে?

জুলি। সে সব কথা পরে বলছি! ঈশ্বর যে আমাদের দুটী ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন—সে কেবল পিতৃ-হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য। নইলে আরতো কোন কারণ খুঁজে পাই না; কিন্তু আমিনা—তুই এই হীনাবস্থায় এই দরিদ্রের ভগ্ন কুটীরে, খনির উৎকট অন্ধকারে উজ্জ্বল রত্নের মতন কেমন করে বেশ আছিন্ বোন?

আমি। কেন বেশ থাকব না দিদি? রাজ অট্টালিকায় থেকে কেবল চিরদিন প্রাণরক্ষা করবার জন্য কাতর হয়ে ছুটে বেড়িয়েছি। দিল্লিতে আওরাঙ্গজেবের ভয়ে প্রাণটী হাতে করে পালিয়ে এলুম, আরাকানের রাজার ঘরে এসে বড় সুখের স্থান মনে করে আশ্রয় নিয়েছিলেম, সেখানে সর্ব্ব-নাশের চরম হ'ল। পিতৃহত্যা হ'ল—নিজেও মৃত্যুর কবলে পড়েইছিলুম—কি জানি বিধাতা কেন আবার সেখান থেকে টেনে বাঁচালেন! তার চেয়ে এই নিরাপদ স্থান কি বাঞ্ছনীয় নয় দিদি? মনের সুখই আসল সুখ! এতকাল পরে সেসুখ আমি এখানে উপভোগ কচ্ছি।

জুলি। কি জানি আমিনা! তুই এত দেখে শুনে, এত ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করে কেমন করে সুখভোগ কচ্ছিস? স্ত্রী জন্মটা আমি দেখছি—কেবল দুঃখ ভোগ করবার জন্যই সৃষ্টি হয়েছিল। আমি কিন্তু স্বর্গে গিয়েও সুখি হতে পারব না আমি একা স্ত্রীলোক তবু আমার ইচ্ছা করে কি জানিস আমিনা, এখনই এই দণ্ডে গিয়ে আরাকানের রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করে, তাদের স্ববংশে ধ্বংস করি। তোর কি সে ইচ্ছা হয় না?

আমি। দিদি! আর ওসব কথা বলিসনে ভাই! আমার পৃথিবীটা এক রকম বেশ লাগছে। মরতে চায়ত পুরুষ-গুলো কাটাকাটি করে মরুক্‌গে—আমার এখানে কোন দুঃখ নেই।

জুলিয়া। ছি! ছি! আমিনা! তুই কি সাহাজাদার ঘরের মেয়ে? কোথায় দিল্লীর সিংহাসন—আর কোথায় আরাকানের ধীবরের কুটীর।

আমি। দিদি দিল্লীর সিংহাসনের চেয়ে বৃদ্ধের এই কুটীর, এই কৈলু গাছের ছায়া, যদি কোনও বালিকার বেশী ভাল লাগে তাতে দিল্লীর সিংহাসন এক বিন্দুও অশ্রুপাত করবে না।

জুলিয়া। তা তোকে দোষ দেওয়া যায় না। তুই তখন নিতান্ত ছোট ছিলি। কিন্তু একবার ভেবে দেখ, পিতা তোকে সবচেয়ে ভাল বাসতেন বলে তাই তোকে তিনি স্বহস্তে জলে ফেলেছিলেন; সেই পিতৃ দত্ত মৃত্যুর চেয়ে এই জীবনকে বেশী প্রিয় জ্ঞান করিস্‌নে, তবে যদি প্রতিশোধ তুলতে পারিস—তবেই জীবনের অর্থ থাকে।

আমি। থাক্ দিদি! ও সকল কথা এখন থাক্। তুমি চল একটু বিশ্রাম কর্ব্বে—

জুলিয়া। আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য! ভগ্নি, এমন পরিবর্ত্তন কি এ জগতে সহজে সম্ভব। আমিনা তুই যখন দিল্লীর সুখ ঐশ্বর্য্য, নিজের পদ-মর্য্যাদা, পিতা মাতা, আত্মীয় স্বজন, জগৎ ব্রহ্মাণ্ড মন থেকে তুলে ফেলে দিয়ে, এই হীনাবস্থায় আপনাকে রেখে সুখ ভোগ কর্ত্তে পাচ্ছিস তখন আমার স্থির বিশ্বাস, যে তুই আর কিছু পেয়েছিস—আর কিছুতে মজেছিস—আর কিছুতে ডুবেছিস।

আমি। কিসে দিদি?

জুলিয়া। প্রেম! বিশ্ববিজয়ী প্রেমে তোর হৃদয় নিশ্চয় পরিপূর্ণ, তুই নিশ্চয় কাকেও ভালবেসেছিস।

আমি। তুমি কি পাগল হ'য়েছ দিদি? চল ঘরে চল—

জুলিয়া। ভুলে যা—ভুলে যা—যদি ভালবেসে থাকিস ভুলে যা। ভালবাসার বড় জ্বালা। সুখ নেই, শান্তি নেই, তৃপ্তি নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(তাহেরের প্রবেশ।)

তাহের। ঐ যে বল্লুম—যে এ কুঁচ নয়নের, এ লম্বকর্ণের হাত থেকে যে বেটা বেটী এড়িয়ে যাবেন—হয় তিনি কবরে, না হয় তিনি মাতৃ-গর্ভে—নিদেন কয়েদ খানায় মাটী কোপাচ্ছেন, আচ্ছা ঠিক বল কি রকম ফড়াক করে এসে ধরেছি। হুঁ হুঁ বাবা! বিধাতা-পুরুষ আমায় নবাব করে দেয়নি কেন—তাকি কেউ জান? কেবল সিংহাসনের ছারপোকার

কামড়ের জ্বালা সইতে পার্ব্বো না বলে, নইলে এমন যে বুদ্ধি এমন যে মেধা আর এমন যে তস্কর লাঞ্ছিত দৃষ্টি, ও ঘ্রাণশক্তি এত নবাব, বাদশা, রাজা, রাজড়া ভিন্ন আর কারও থাকতে পারে না ; ধরেছি—আর যাবে কোথায় ? ঐ ঝোপটা কিন্তু বড় কাজ দিয়েছে। চোত বোশেখ মাসে আমি নিজে এসে রোজ দু'বদনা করে জল ঢেলে দিয়ে যা'ব যাতে আরও ভাল করে গজায়, আড়েও বাড়ে, কি রকম নসীব জোররে বাবা ! একেবারে দু'—দুটো ; এটাকে পেলে —ওটা না এলে—ওটাকেও ত আবার খুঁজতে হোতো। খোদা যা'হো'ক একটু পেয়ার করেন কিনা। একেবারে আমার সঙ্গে সঙ্গে বড়টাকে এখানে এনে হাজির করে দিয়েছেন ; কাকেও জিজ্ঞাসারও দরকার নেই তত্ত্তাবাসেরও আবশ্যক নেই—রোগীর মুখে দিব্বি সড় সড় করে রোগ ব্যক্ত হ'তে লাগলো ; বস্ যেটুকু সন্দেহ ছিল, সব ফরসা। দুটো চেহারা বটে বাবা ! বিশেষ ঐ ছোটটা ! যেমন ভাল-মানুষ তেমনি মিষ্টি কথা ; বড়টার একটু সেপাই সেপাই ভাব। তা হো'ক এ জোড়াটা শাহাজাদা পেলে আর তাঁকে রাজ্যপাট কর্‌তে হবেনা। নরম গরম দুই পাবেন আমর এ ব্যাটা কেরে—

[মেসরুর প্রবেশ।]

মেসরু। কে তুমি ?

তাহের। আমি ! (হাই তুলিয়া) ঐ যা ভুলে গেছি।

মেসরু। ভুলে গেছি কি ? এখানে কি ক'রতে এসেছ ?

তাহের। আমিত আসিনি ! আমিত বিছানায় শুয়ে আছি

মেসরু। বিছানায় শুয়েত এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন?

তাহের। পাশ ফিরতে ফিরতে হয়ত এসে পড়েছি।

মেসরু। চালাকি কচ্ছ--না? বুঝতে পেরেছি, তুমি তিন্নির সন্ধানে এসেছ।

তাহের। দোহাই বাবা! তিন্নি ফিন্নি জানি না! এটা পীরের দরগা মনেকরে একটু সিন্নি খেতে এসেছি।

মেসরু। এটা দরগা ফরগা নয়—এখান থেকে চলে যাও। আর যদি মছ্‌লির দরকার হয় তো নগদ দাম ফেল আমি গুণে নেই—তারপর ঠিক ওজন কোরে, কেটে কুটে একটা টাট্‌কা মছ্‌লি তোমার মাথায় চাপিয়ে দিই।

তাহের। বাঃ পাকা ব্যবসাদার! তা হ্যাঁ বাবা! ন্যাজা মুড়ো বাদ দিয়ে দেবে—না সবশুদ্ধ আমার মাথায় চাপাবে।

মেসরু। ওঃ এয়ারকি কর্ত্তে এসেছ—এয়ারকি কর্ত্তে এসেছ? খদ্দের নও—বটে! তবে সোরে প'ড়, সোরে পড়।

তাহের। বলি, চাক্কিত্তির কিছু খাঁকৃতি হয়েছে? তা বুঝেছি, এই নাও (মুদ্রা প্রদান)

মেসরু। এঁ্যা সত্যিই দিলে যে! তবে সত্যিই খদ্দের, তা তা ভাই কিছু মনে কোরোনা। কি জান আমার বড় ভয় হয় কত ব্যাটা এখানে কি মতলবে আসে—বুঝ্‌লে কি না—

তাহের। কেন বল দেখি? এখানে মাছ ছাড়া আরও কিছু মোলায়েম জিনিষ আছে নাকি?

মেসরু। আছে বৈকি ভাই? বাবা একদিন জালে মাছ ধরতে ধরতে বুঝলে মাছের সঙ্গে একটা ফুটফুটে, মিট্‌মিটে, পিট্‌-পিটে, খিট্‌খিটে পরির বাচ্ছা ধরে ফেল্‌লে।

তাহের। এঁ্যা সত্যি নাকি ?

মেসরু। আল্লার কসম্! একেবারে ডাহা পরির বাচ্ছা।

তাহের। ডানা টানা দেখেছিস ?

মেসরু। সে কোথায় চাপাচুপি দিয়ে রাখে ঠাওর পাই না।

তাহের। ওড়ে ?

মেসরু। দিনের বেলায়ত কখনও দেখিনি।

তাহের। তা হবে রাত্তিরে ওড়ে কি বলিস ?

মেসরু। হ'তে পারে; আমি এক একদিন ঘুমিয়ে পড়ি কি না—

তাহের। রোজ রোজ ঘুমুস না ?

মেসরু। (ক্রন্দনস্বরে) ছুড়ির জন্যে ঘুমকি আর হয় দাদা!

তাহের। (ঐ) আহা তা বটেইত দাদা!

মেসরু। (ঐ) আমাকে একেবারে পাগল করেছে দাদা।

তাহের। (ঐ) তা—তা—দেখ্‌তে পেয়েছি দাদা!

মেসরু। আমাকে কাছে ঘেঁস্‌তে দেয় না—কামড়াতে আসে।

তাহের। মরি—মরি—কোথায় দাগ টাগ পড়েনিতো ?

মেসরু (পূর্ব্ববৎ) এইখানে বড় ঘা লেগেছে (বক্ষ দেখান)

তাহের। (ঐ) এই ভালকরে দিচ্ছি ভাই (বক্ষে তিন চপেটাঘাত)

মেসরু। উঃ—উঃ—তুই শালা তো বড় শয়তান—

তাহের। বাঃ—এযে—দিব্যি রোগ সেরে গেছে—

মেসরু। রোগ সারবে কিহে—তুমি রোগ সারাবার কে ?

তাহের। তোমার নানির খসম। এখনও রোগ সারেনি—এইবার একটু হকিমি চালাই (মাথায় চপেটাঘাত)

মেসরু। আরে শালা! তুই যে এলোপাতাড়ি ঠেঙ্গাতে সুরু কর্ল্লি?

তাহের। তুমি বন্ধুলোক—তোমার দুঃখকি সইতে পারি? সে ছুঁড়ি তোমাকে যে দুঃখ দিচ্ছে—মাঝে মাঝে যদি আমায় এসে, এই রকম হকিমি কর্ত্তে দাও তাহলে তোমার ওরোগ বালাই কিছু থাকবে? আমি তোমার ভালর জন্যই বোলছি।

মেসরু। এ রোগ কি আমার সারবে? আগে এতটা হয়নি, আজ প্রায় বৎসরখানেক দালিয়া নামে এক বেটা পাগল এসে তিন্নির সঙ্গে জুটেছে।

তাহের। এঁ্যা! সেকি রে! আঃ সর্ব্বনাশ—

মেসরু। সর্ব্বনাশ বোলে সর্ব্বনাশ, সেই ব্যাটা এখানে জুটে-এস্তক ছুঁড়ি আমার সঙ্গে ভালকরে কথা কয় না—আমাকে কাছে ঘেঁস্‌তে দেয় না।

তাহের। তারসঙ্গে বুঝি ছুঁড়িটার আস্‌নাই হয়েছে?

মেসরু। কি জানি ভাই! তিন্নি তাকে দেখ্‌লে—তার সঙ্গে কথা কইলে, তারসঙ্গে হাতপাকড়া পাকড়ি কল্লে বড় খুসি হয়।

তাহের। আর তুই শালা;—কেকুব ষণ্ডা—গাধা উল্লু—ভাল্লু—কাল্লু—তাই দাঁড়িয়ে দেখিস?

মেসরু। আরে মর্—তা আমার দোষ কি? সে দালিয়া ব্যাটা যে আমার চেয়ে ষণ্ডা।

তাহের। সে ব্যাটা কোথায় থাকে?

মেসরু। জানিনা ভাই! কোথা থেকে দিন দুপুরে ঝুপ করে'

এসে পড়ে, কোন দিন সন্ধ্যের সময় এসে হাজির হয়, আবার রাত দুপুরেও দেখা দেয়।

তাহের। কেমন দেখ্‌তে বল দেখি?

মেসরু। চেহারাটা মন্দ নয়। দিব্বি গোলগাল, তবে কাপড় চোপড় গুলো বড় পরিষ্কার নয়।

তাহের। ভিখিরী ফিকিরী বুঝি?

মেসরু। তাই বা কেমন করে বলি যখন তখন চাঁদি দিয়ে যায়, মুটো মুটো—একটা আধটা নয়। তাইতেই ত বাবাকে বশ করেছে, তাইতেই ত তিনি একবারে তার বাঁদি হয়ে রয়েছে।

তাহের। এক দিন তার পেছু নিতে পারিস্ না?

মেসরু। তাকি আর না নিয়েছিলুম, খানিকটা যেমন পেছনে পেছনে গেছি, দুব্যাটা কোথা থেকে নেবে এসে আমাকে দুই রর্দ্দা মেরে ফেলে দিয়ে দে দৌড়! আমি সামাল্ দিয়ে উঠে আর তাকে দেখ্‌তে পাই না।

তাহের। তবে সে মামদো ভুত না হয়ে যায় না, দেখিস্ যেন কোন দিন তোর ঘাড় না ভাঙ্গে।

মেসরু। তুই থাম মাছ নিবিস্ত আয়, আমি আর দাঁড়াতে পারি না।

তাহের। চল [স্বগত] কেমন গোলমাল ঠেক্‌ছে, শাজাদা কি ছদ্মবেশে এখানে আসে নাকি? কি জানি।

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ প্রাঙ্গণ।

রঙ্গিলা।

গীত।

আমি সাধ করে প্রাণ দিছি ছেড় উড়বে বাতাসে।
আছে যথা মনের মানুষ পড়বে গিয়ে তার পাশে॥
ঝড় ঝাপটা আঁধার রাতে, বৃষ্টি বাদল তাতে বাতে,
রবে অটুট শূন্য পথে হটবে না তো তরাসে।
[ওসে] শক্ত বড় জোয় দড় হয় না কাবু হতাশে॥

(শাহাজানের প্রবেশ।)

শাহ। একি রঙ্গিলা! আজ তোর রঙ্গের তেমন বাহার দেখছিনা কেন রে ?

রঙ্গিলা। শাহাজাদা! কতকটা আপনার চোখের দোষ কতকটা আমার রঙ্গের দোষ।

শাহ। কেন ?

রঙ্গিলা। আপনার প্রাণে মুখে চোখে যেন একটা কু আশা পড়েছে : তারই ধমকে আপনি দুনিয়াটা তত ভাল করে দেখতে পাচ্ছেন না? আর আমারও রংটা যেন কেমন একঘেয়ে হয়ে পড়েছে, যতদিন যাচ্ছে তত ময়লা ধরে আসছে, কাজেই আগে যা জেল্লাই দেখেছিলেন, এখন আর তা দেখতে পাবেন না।

শাহ। ঙ্গিলা তোমার অনুমান সত্য। কিজানি কিসের এক কু আশায় আমার অন্তর আচ্ছন্ন, জানিনা কবে সে শান্তিময় সুখরবির প্রখর কিরণ ছটায় সে কু আশা বিপরিত হয়, সমগ্র বিশ্বের আনন্দ হাসি এ পাপচক্ষে দর্শনকরে আবার প্রাণের হাসি আমার ফুটে উঠবে ; রঙ্গিলা ! এই জন্যই বুঝি শৈশবের অজ্ঞান অবস্থা জীবনের সুখ ও শান্তি উপভোগের একমাত্র সময় বলে মহাপুরুষেরা নির্দ্দেশ করে থাকেন জ্বালা নেই, যন্ত্রণা নেই চিন্তা নেই ভাব নেই, অন্তর নেই, শৈশবের হাসিও মধুর, কান্নাও মধুর ! অজ্ঞানতার সঙ্গে যদি সরলতা মধুরতা অকপটতার এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তবে উন্মেষের জন্য পৃথিবীতে লোকে এত ব্যতিব্যস্ত হয় কেন? জ্ঞানচক্ষু উন্মিলনের সঙ্গে সঙ্গে যদি পৃথিবীর কুটিলতা, নিষ্ঠুরতা মানব চরিত্রের ভীষণতা দেখতে শুনতে হয়, যদি সমস্ত দুঃখ ক্লেশ অভাব এসে নির্ম্মল হৃদয়ে একাধিপত্য লাভ করে তা'হলে আজীবন অজ্ঞানতা কি প্রার্থনীয় নয়?

রঙ্গিলা। অত কোরান হাফেজ আওড়ালে আমি যে ভড়কে যাব শাহাজাদা! তার চেয়ে সোজায় একটা কথা বল না, তা হলেই সকল গোল মিটে যায়।

শাহা। কি বলবো—সোজা কথা বলবার কি আছে রঙ্গিল!

রঙ্গি। আছে বই কি, আমি বলব!

শাহ। আচ্ছা তুমি বল!

রঙ্গি! তুমি কাকে ভালবেসেছ!

শাহ। দুর পাগলি! সে কিরে?

রঙ্গি। বড় হাসির কথাটা বল্লুম না শাহাজাদা! তুমি চেপে রাখতে চেষ্টা করে কি হবে—তোমার মুখে কালির দাগ দিয়ে ওকথা লিখে দিয়েছে।

শাহ। সত্য নাকি?

রঙ্গি। হাঁ, এখুনি আয়নাতে গিয়ে দেখে এস!

শাহ। কি লেখা আছে বল দিকি!

রঙ্গি। আহা বেশ স্পষ্ট লেখা রয়েছে গো, শোন আমি পড়ে দিচ্ছি। নবাব শাহ জেনান এত দিন পরে হঠাৎ এক-জনকে নিজের সমস্ত প্রাণটাকে বিনি কড়িতে বিলিয়ে দিয়েছে।

শাহ। তোর নিজের কথাটা আমার নাম দিয়ে বলছিস বুঝি রঙ্গিলা!

রংঙ্গি। শাহাজাদা! ও এমন আঁতের কালিনয়। জল দিয়ে ধুলে যাবেনা! লোককে বাজে কথা বলে ধাঁধায় ভুলিয়ে ও জিনিষ লুকোতে পার্ব্বেনা! তবে একটা কথা আছে—আনাড়ীতে এসে নাড়ী ধরে চট করে রোগ ঠাওর কর্ত্তে পার্ব্বেনা! একটা দরদী হইলেই—ভুক্তভোগী হলেই—কাজের কাজী হলেই ধাঁ করে চিনে নেবে!

শাহ। তাহলে তুইতো রোগের রোগী।

রংঙ্গি। আমিত শয্যাশায়ী তবে তোমার মতন হা হা করে গলা শুকিয়ে বেড়াচ্ছিনা! —প্রেমে আমায় কাবু কর্ত্তে পারেনি বরং আমি প্রেমটাকে গলায় পা দিয়ে খুব কায়দা ফেলেছি।

শাহ। তবে তোর রংএ এত ময়লা ধরেছে কেন?

রঙ্গি। সেটা রোগের সধর্ম্ম; সাধ করেও যদি বিষ খাওয়া যায়, তা'হলে বুক জ্বালা কর্ব্বেনা? আমার প্রেম হল সখের—এতেত হা হুতাশ নেই শাহাজাদা! দুঃখ পাব বলে যে প্রেম করে—তারতো দুঃখ কর্ব্বার কিছু নেই কি না, যে সুখের আশায় প্রেম করে, শেষে দুঃখে পড়ে নাকানী চোপানি খায় তারই মহা মুস্কিল।

শাহ। ঠিক বলেছিস রঙ্গিলা! প্রেমে এত দুঃখ এত জ্বালা, সত্যই তো আগে জানতুম না বটে। কিন্তু ভোলবার কি দাওয়াই জানিস?

রঙ্গি। বল্ কি? প্রেম ভুল্বে? দিনরাত্ত চন্দ্র সূর্য্যি ওলট পালট কর্ব্বে? নবাব বলে কি এতটা ক্ষমতা হয়েছে মনে কর শাহজাদা? পিরীতটা কি ছোট খাট জিনিষ ঠাওরাও নাকি?

রঙ্গিলার গীত।

ছেলে খেলা নয়কো পিরিত চাইকো এতে কড়া জান।
প্রথম চোটে যাবে ছুটে লজ্জা সরম অভিমান॥
ভাত যাবে না পেটে যোটে, এক হবে না দুটী ঠোটে,
চল্তে পথে, ধুলো খেতে, প্রাণ হবে হায়রান॥

দেহ খানা মারের চোটে, থাকে কি না থাকে যোটে,
কেবল হোঁচট্, বেজায় সে চোট দিন দুপুরে লবে জান ॥

—:•:—

শাহা। তবে কি হবে রঙ্গিলা, সাধ করে নিজের হাতে ভুলে অমৃত ভেবে যে গরল পান করেছি তার যন্ত্রণায় সত্যই যে প্রাণ যায়। এর উপায় কি জানিস্ রঙ্গিল? বলে দিতে পারিস্? রঙ্গিল! কি কল্লে আবার আমি যেমন ছিলুম তেমনি হই?

রঙ্গিলা। এত নির্ভরশা হও কেন শাহজাদা! আমার কথা শুনবে, অত আঁকু পাঁকু না করে যদি তাকে প্রাণ ঢেলে শুধু ভালবেসে যেতে পার, তা'হলে যত বাধা বিপত্তি হ'ক না, মাঝখানে যত পাহাড় যত সমুদ্র, যত অন্ধকার এসে পড়ুক না তোমার প্রাণের বিষম টানে সব সরিয়ে দিয়ে প্রাণের জিনিষকে তোমার বুকে ঠিক এনে দেবে, কেউ তাকে ধরে রাখতে পারবে না কেউ তোমাকেও টেনে রাখতে পার্ব্বে না!

শাহ। রঙ্গিল রঙ্গিল—বোন! তাই কি? যেন আশার সঞ্চার হচ্ছে; সত্যই কি প্রাণের টানে প্রাণের জিনিষকে টেনে আনা যায়?

রঙ্গিলা। আমার ত বই পড়ে শেখাও নয়, শুনেও মুখস্ত করা বিদ্যেও নয়। যে যাকে ভাল বাসে প্রাণ ভরে যদি তাকে সে ডাকে তখুনিই সে ছুটে আসে।

শাহ। আচ্ছা, তুই যাকে ভাল বাসিস্ তাকে ডাক দিকি দেখি সে আসে কি না।

রঙ্গিলা। ডাক্‌বো—তবে ডাকি? [উচ্চৈস্বরে] তাহে ও তাহের একবার শুনে যাও!

(তাহেরের প্রবেশ।)

তাহের। এঁ্যা যাই—

রঙ্গি। ওমা! কি সর্ব্বনাশ!

[বেগে পলায়ন।]

তাহের। যাঃ—বাবা! সব ফসকে গেল (ভূমে উপবেশন।)

শাহ। একি এসে বসে পড়্‌লে যে?

তাহের। এখনও মরিনি আমার বাবার ভাগ্যি তা জান?

শাহ। কেন বন্ধু! কি হয়েছে?

তাহের। তুমি শুদ্ধ আমার পেছনে লেগেছ?

শাহ। কি তোমার মন্দ করলুম ভাই, যথার্থই আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেছি—যে বালিকায় এত ভাল বাস্‌তে পারে—তাহের! তুমি—বড় ভাগ্যবান।

তাহের। ভাগ্য এইবার বেরিয়ে যাবে এখন। ওর কাছে বুঝি বল্লে যে আমি ওঁর জন্যে মরা?

শাহ। কেন, আমি সে কথা বল্‌বো কেন!

তাহের। আর কেন একটু মজা দেখবার জন্যে, একেত ছুঁড়ি আমাকে দেখলেই টিপটিন ঝাড়ে, টীট্‌কিরি মারে, কত ঠাট্টা করে—তবু এখনও শোনেনি যে আমার দফা রফা হয়েছে

শাহ। যদি শোনে তাহলে আর ছুটে পালাবে না তাহের! তুমি আমাকে কি অবিশ্বাস করছো? আমি কি মিথ্যাবাদ

বাস্তবিক বল্‌ছি—রঙ্গিলা তোমাকে
আমি কখনও স্ত্রীলোককে এত ভালবাসিনি।

তাহের। এঁ্যা—এঁ্যা—কি করে জানলে?—কি করে জানলে? ভাল বাসে—ভাল বাসে—ও অমন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার নাম ধরে গলা বাজি কচ্ছিল কেন? আমি বলি ট্যা কচ্ছিল! তা বলনা বলনা—কি বল্লে ভাল—বাসে—ভাল বাসে?

শাহ্। হঁ্যা তাহের! তোমার মতন ভাগ্যবান আমি হলে আমার জীবন ধন্য মনে করতুম।

তাহের। জীবন তোমার ধন্য করে এসেছি—কেল্লা ফতে করে এসেছি।

শাহ্। কোথায় গিয়েছিলে? কি হলো কি করে এলে?

তাহের। তা করে কম্মে ঠিক এগ্নিছি। হাতে আঁসটে গন্ধ দেখনা।

শাহ্। কি বলছ?

তাহের। একটা মাছ কিনে আনলুম—ফুর্ত্তির মুখে সিরাজির সঙ্গে মছ্‌লির কাবাব্ চাট কব্ব।

শাহ্। ঐ তোমার মহৎ দোষ—বড় ঘুরিয়ে কথা বল।

তাহের। তা ঘুরিয়েছি ফিরিয়েছি—একেবারে কড়াক্ করে সে কথাটা বের করে দেওয়া ভাল কি? ফস্ করে বেরিয়ে গেলে মজা হল কি? একটু মজা করে খেলাই না।

শাহ্। মজা যথেষ্ট হয়েছে—আর না ক্ষান্ত দাও—

তাহের। পেয়েছি তোমার সেই বিয়ের সমন্ধ হওয়া পরীদের সন্ধান পেয়েছি।

শাহ। পেয়েছ—সন্ধান পেয়েছ, শা সুজার মেয়েদের সংবাদ পেয়েছ? বল বল ভাই; কোথায়—এখনি বল?

তাহের। ওরে বাবা! কথা বেরুতে না বেরুতে অক্ত ভেউড়ে উঠলে—আমি কাহিল মানুষ যোগান দিয়ে উঠতে পার্ব্বনা।

শাহ। আচ্ছা, না—না—আমি ব্যস্ত হব না তাহের, তুমি যদি আমার প্রাণের কথা বুঝতে—তাহলে আমার এ ব্যাকুলতায় অসন্তুষ্ট হতে না। আমার বুকে যে কি আগুন জ্বলছে, তা তুমি কি করে জানবে ভাই?

তাহের। তা'ত জানব না, কিন্তু তাদের সন্ধান ত পেয়েছি তবে নাগাল পাওয়া যাবে কিনা বলতে পারিনা।

শাহ। কেন?

তাহের। দেখ সর্ব্ব প্রথমে একটা লোকের সন্ধান নিতে হবে।

শাহ। কার বল দেখি?

তাহের। সে একটা পাগলা, কি তার নাম "দানা"—

শাহ। দানা?

তাহের। হ্যাঁ—হ্যাঁ—দানা গোছের বটে, তবে, নামটা কি কি দালকা মুণ্ডি।

শাহ। কি বলছ?

তাহের। আঃ—ঠিক ছাই মনে পড়েনা—ঐ যে কি দাল ভাজা।

শাহ। থাম, থাম, রহস্য ভাল লাগে না।

তাহের। তবে তার নাম "দালিয়া" বটেছ?

শাহ। এঁ্যা— দালিয়া দালিয়া— হ্যাঁ কি কি ?

তাহের। উঃ একেবারে গলায় যে দই বসে গেল।

শাহ। তাহের, তাহের তোমায় মিনতি কচ্ছি বল কি ব্যাপার।

তাহের। ব্যাপার খুব সোজা! দালিয়া বলে কে একজন দানা দৈত্যি, কে সেই মেয়েটার সঙ্গে গিয়ে খুব আসনাই করে।

শাহ। কার সঙ্গে ?

তাহের। আরে ঐ যে সা স্নুজার ছোট মেয়ে যেটা আলনাশা জেলের বাড়ীতে রয়েছে।

শাহ। হ্যাঁ হ্যাঁ তা তা কি হয়েছে ? কোন মেয়েটা ?

তাহের। ঐযে মেয়েটাকে, জেলেরা তিন্নি না সিন্নী বলে, যার আদৎ নাম আমিনা।

শাহ। সত্য বলছো, না, রহস্য করে আমার মন বুঝছো ?

তাহের। আমিতো সরল প্রাণে বলে খালাস তুমি যা ইচ্ছে তাই বোঝনা।

শাহ। কি বল্লে ? সে মেয়েটীর নাম তিন্নি ?

তাহের। আর তার আস্‌নায়ের লোক নাম "দালিয়া"।

শাহ। সেই স স্নুজার কন্যা ?—

তাহের। এই রকম তো তার নিজের মুখে শোনা যায় ;

শাহ। সে তোমায় বল্লে ?

তাহের। না আমায় বলবে কেন, আমিত আর পীর নই যে, এক লহমায় গিয়ে তাকে যাদু করে সব সত্য কথা বলাব।

শাহ। তবে কিসে প্রমাণ পেলে ?

তাহের খোদার মর্জ্জি! দেখলুম একটা ছুঁড়ি রাজা রাজড়ার ঘরের য়েের মতন চেহারা, জেলের বাড়ী খুজ্‌সছে জিজ্ঞা

কল্লুম কেন গা, বল্লে আমার বোন সেখানে আছে। আমি সন্দেহ করে, তার কাছ থেকে সরে, গিয়ে, তার পেছু নিলুম, সে মেয়েটা লোকজনকে জিজ্ঞাসা করে করে ওই আলনাশা জেলের বাড়ী গিয়ে হাজির হলো, আমি তার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে একটা ঝোপের ভিতর আস্তানা নিলুম ঐ তিন্নি বলে মেয়েটা সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, যেটা এসে জুটলো সেটা তার বোন্, কথা বার্ত্তায় দুজনে বেশ স্পষ্ট বুঝিয়ে দিলে, যে তারা সা সুজার মেয়ে, তোমার বাপের কাছে এসেছিল, তোমার বাপ তাদের বাপকে মেরেছে ইত্যাদি—ইত্যাদি তুমি যে গুলো বলেছিলে, ঠিক বেবাক্ মিল্‌ল।

শাহ। এ দালিয়ার কথা কোথা থেকে জানলে?

তাহের। সে কথা শুনে আর কাজ কি?

শাহ। কাজ আছে বই কি, না হলে তোমায় জিজ্ঞাসা কর্ব্ব কেন?

তাহের। ঐ আলনাশা জেলের এক ব্যাটা ন্যালা ক্ষেপা ছেলে আছে তার নাম মেসরু—বুঝ্‌লে?

শাহ। হুঁ আর বল্‌তে হবে না।

তাহের। বাঃ—বাকিটুকু টপ্পায় সেরে নিলে। বেশ বেশ এখন দালিয়ার সন্ধানটা ক'র্ত্তে হবে কি না?

শাহ। না, তার সন্ধানে আর প্রয়োজন কি?

তাহের। তা অনেকক্ষণ বুঝেছি!

শাহ। কি বুঝেছ?

তাহের। তোমায় বলবো কেন?

শাহ। না—না বল না কি বুঝেছ ?

তাহের। দালিয়ার সন্ধান আমি করেছি।

শাহ। সত্যি নাকি কোথায় কে সে বল দেখি ?

তাহের। তাকে এনে দোবো ?

শাহ। দাও না।

তাহের। চল [শাহজেনানকে টানিয়া]

শাহ। একি আমায় টানছ যে ?

তাহের। তা, কাকে টান্‌ব বল ?

শাহ। কোথায় নিয়ে যাবে ?

তাহের। তোমার ঐ বড় আয়নার কাছে।

শাহ। কেন ?

তাহের। তুমি যে দালিয়াকে দেখতে চাইলে।

শাহ। আমি কি দালিয়া ?

তাহের। তুমি কি না বলতে চাও নাকি ?

শাহ। কে বল্লে তোমায় ?

তাহের। তোমার ঐ মুখ চখের ভাব, তোমার কথাবার্ত্তা, তোমার ঢোক গেলা, আর আমার বুদ্ধি, আমার চোরা বিদ্যে, আমার দেশ পূজ্য মেধা—

শাহ। তুমি কি ক্ষেপলে নাকি ?

তাহের। আশ্চর্য্য কি ? ক্ষেপার সঙ্গে টন্‌টনে থাকলে—তারও ক্ষেপতে বড় দেরি হয় না। যা হোক বন্ধু তুমি খুব ছেলে ; এদিকে বলা হয় তুমি আমার সহোদরের অধিক, তুমি আমার হ্যান ত্যান কত কি ! একখানা রুটী কুলে আধখানা তোমার, আধখানা কাপড়ের ঐ ভাব,

একখানা ঘরের আধখানা পাঁচীল আমাকে দাও; কিন্তু দাদা! যেই একটা মেয়ে মানুষের সঙ্গে আসনাই হয়েছে আর বন্ধুত্বের গোড়ায় অমনি লঙ্কা বাটা, অমনি লুকো চুরি।

শাহ। মার্জ্জনা কর তাহের! আমি তোমার নিকট বিশেষ অপরাধী। তোমার সঙ্গে প্রতারণা করেই আমার এই দুর্দ্দশা। খোদা আমাকে যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছেন, তাহের যথার্থই তুমি মানুষ নও দেবতা; তুমি যে সংবাদ আমায় এনে দিলে, তার বিনিময়ে আজ সমস্ত আরাকান সাম্রাজ্য তোমাকে দিলেও তার পুরস্কার দেওয়া হয় না। ভাই আমিই ছদ্মবেশী দালিয়া, একদিন নদীর ধারে ভ্রমণ করতে গিয়ে এক অলৌকিক সৌন্দর্য্যময়ী ধীবর কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হই। লজ্জায় সে কথা আমি এতদিন তোমার কাছে গোপন করেছিলুম। মনকে অনেক বাধবার চেষ্টা করেছিলেম কিন্তু পারিনি। শেষে তাকে একবার শুধু চখের দেখা দেখবার জন্য উন্মাদের বেশে গোপনে দালিয়া নামে পরিচয় দিয়ে, আলনাশার গৃহে যাতায়াত কল্লেম; আমার কিন্তু প্রথম হতেই সন্দেহ হয়েছিল তিনি কখনই নীচ বংশ সম্ভূতা ধীবরের কন্যা নয়। কিন্তু অদ্যাবধি অভাগিনি আমার নিকট তার পূর্ব্ব কাহিনী কিছুই ব্যক্ত করেনি। বড় শুভক্ষণে তোমার নিকট সা সুজার সমস্ত কথা বিবৃত করে কন্যা দুটীর সন্ধানে তোমায় পাঠিয়েছিলুম, আমার হাতে তুমি স্বর্গের চাঁদ ধরে দিলে।

তাহের। তা'তো দিলুম. এইবার মই লাগিয়ে চাঁদ দুটীকে পেড়ে আনবার ব্যবস্থা কর।

শাহ। সেজন্য ভাবনা নেই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য সংঘটনা! তিনি সা সুজার কন্যা, রহমৎকে এখন এ কথা বলে কাজ নেই। আমি একবার সেখানে যাই।

তাহের। তা যাও—মদ্যাৎ আমার কথাটা ভুলে গেলে কি দাদা?

শাহ। রঙ্গিলা আমার সহোদরার অধিক, তোমার মতন উপযুক্ত পাত্র ছাড়া কে তাকে লাভ কর্ত্তে পারে ভাই! এস তোমার সঙ্গে আরও একটু পরামর্শ আছে।

তাহের। ঐ বুঝি ছুঁড়ির দল আস্‌ছে একটু দাঁড়িয়ে গেলে হয় না?

শাহ। আচ্ছা, আগে কাজটা সেরে—তারপর তুমি এস;

তাহের। তা, চল—চল—

(তাহের ও শাহজেনানের প্রস্থান ও
রঙ্গিলার প্রবেশ)

রঙ্গিলা। ছি—ছি—আমার কি অন্যায়! আমি সময় সময় নিজের অবস্থার কথা ভুলে যাই, ছিলুম বাঁদী,—শাজাদা দয়া ক'রে একটু আদর করেন ব'লে একেবারে এতটা নির্লজ্জ হওয়াটা ভাল হয়নি; এত সুখ কপালে সইলে হয়। তুমিও যেমন যতদিন সুখ আপনা হতে আসে, ততদিন না করি কেন? আমোদ আহ্লাদ কর্ত্তে যখন বারণ নেই—তখন গোমড়ামুখি হয়ে বসে থাক্‌লে কি খুব বুদ্ধির কাজ? কিন্তু তাহের কি মনে ভাবলে? ছি—ছি—ছি—যেই ডেকেছি অমনি একেবারে এসে হাজির! মিনষে যে আমায় একটু ভালবাসে—তাতে আর কেহানও সন্দে

নেই। কইলো! তোরা কোথায় গেলি—আমি যে একা পড়লুম।

(বাঁদীগণের প্রবেশ)

[বাঁদীগণের গীত]

ধরা দিলে ধরা পাবে না।
কাঁদিলে কাঁদাতে পারিবে না॥
যদি মন পেতে চাও, গোপনে যতনে মন লুকাও,
তুমি সাধিলে তুমি কাঁদিলে
সেতো সাধিবে না—সেতোকাঁদিবে ন॥
কথা কহিলে জ্বালা জানালে সে প্রাণে বুঝিবে না।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

[বনপথ—অদূরে আলনাশার কুটির।]

জুলিয়া।

জুলিয়া। জটীল রহস্য! কিছুইত বুঝে উঠতে পাল্লুম না। আমিনার এই পরিবর্ত্তন দেখ্‌বো তাতো কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। ভারত বিখ্যাত সম্রাট শা-সুজার কন্যা—আমার সহোদরা আমিনা দুনিয়ার সমস্ত সুখ ঐশর্য্য বাসনা পরিত্যাগ ক'রে জন্মদাতা পিতার শোচনীয় পরিণামের বিষয় বিস্মৃত হয়ে হৃদয়ের যত দুঃখ যত চিন্তা একেবারে উপেক্ষা ক'রে অম্লানবদনে, এমন হীনাবস্থায়

মহাসুখে দিনযাপন কচ্ছে! আর আমি অন্তরে দারুণ প্রতিহিংসানল প্রজ্জ্বলিত ক'রে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উপায় উদ্ভাবন কর্‌তে উন্মাদিনীর ন্যায় দুনিয়ায় ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি। ভেবেছিলুম আমিনাকে সঙ্গিনী পেলে দ্বিগুণ উৎসাহে প্রতিহিংসা ব্রত উদ্‌যাপনের উদ্যোগ কর্‌বো। কিন্তু দেখ্‌ছি বিধাতার নিদারুণ বিড়ম্বনা! আমিনার আচরণে আমি ক্রমে যেন আরও ভগ্নোৎসাহ হয়ে পড়ছি। চাই না—চাই না—আমিনার সহায়তা—চাই না—সঙ্গোজবার সহানুভূতি। রহমৎ আমার জীবনদাতা, রহমৎই আমার একমাত্র ভরসা; রহমতের পরামর্শ,—মন্ত্রণা বুদ্ধিই আমার একমাত্র অবলম্বন। মনে কর্‌বো জ্যেষ্ঠা ভগ্নির সঙ্গে, পিতার সঙ্গে আমিনাও দুনিয়া থেকে সরে গেছে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ যদি নসীবে থাকে তো একা আমার দ্বারাই সে কার্য্য সাধিত হবে। শাজাদা কুল-কলঙ্কিনী—অকৃতজ্ঞ হৃদয়হীনা—বিশ্বাসঘাতিনী আমিনার দ্বারা জগতের কোন্ কথ, কোন্ উপকার হতে পারে? এখন একবার রহমতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে হয়! সুচতুর প্রভুভক্ত কৃতজ্ঞ রহমৎ আরাকান রাজ-সংসারে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হয়ে—অনেকটা কাজ এগিয়ে রেখেছে।

[দালিয়াবেশী শাহজানের প্রবেশ এবং পশ্চাৎ হইতে জুলিয়ার চক্ষু টীপিয়া ধরণ]

জুলি। উঃ—কেরে?

দালিয়া। এঁ্যা কে? যা—চলে! তুমিও তিন্নি নও!

জুলিয়া। বেতমিজ—বদবক্ত—অসভ্য, কে তুমি?

দালিয়া। আমি—হা—হা—হা—আমি যে দালিয়া।

জুলিয়া। দালিয়া কে?

দালিয়া। ওহো—হো—তুমি ত আমাকে চেন না। তিম্নি জানে—তিম্নি আমাকে খুব জানে। আমিও তিম্নিকে খুব জানি—তিম্নি কোথায়?

জুলিয়া। আমি জানি না। তুমি ফস্‌করে এসে যে বড় আমার চোখটা টিপে ধর্‌লে?

দালিয়া। তা ধরেছি। তা তুমি এত রাগ কল্লে কেন? আমি চোখ টিপে ধরলে কারুর ব্যাথা লাগে তাতো আমি জানতুম না।

জুলিয়া। কেন তুমি পীর নাকি?

দালিয়া। না আমি দালিয়া। আমার হাত কেমন নরম এই, দেখনা দেখনা! তুল্‌ তুল্‌ করছে।

জুলিয়া। আর হাত দেখিয়ে কাজ নেই—সরেপড়। ভাল বিপদ!

দালিয়া। তুমি রাগ কচ্ছ—কিন্তু তিম্নি তো রাগ করে না! সে কত হাসে কত আমোদ করে। আমিও কত হাসি কত আমোদ করি।

জুলিয়া। আমার মাথা আর মুণ্ডু কর। আমোদ আহ্লাদ কর তিম্নি মিম্নির সঙ্গে কোরো; আমার কাছে ও সব পাগলামি খাটবে না।

দালিয়া। কেন? তুমি আমায় ভালবাসতে পারবে না?

জুলিয়া। পোড়াকপাল! সকলে তো আর তিম্নির মত মুর্দ্দিরে নয়; বাল—তুমি ঐ সুঠাম মূর্ত্তি নিয়ে তিম্নির কাছে জুটলে কোথা থেকে?

দালিয়া। তিন্নিই জুটিয়েছে—খোদা জুটিয়েছে—আমার দুটো চোক জুটিয়েছে! আমার হাত পা জুটিয়েছে!

জুলিয়া। এখানে থাক কোন্ চুলোয়?

দালিয়া। ঐ কৈলুগাছের মটকায়! হা—হা—হা—

জুলিয়া। মুখে আগুন আবার রসিকতা টুকু করা আছে! গাছে থাকবারই যোগ্য বটে তুমি!

দালিয়া। হুঁ হুঁ এইবার তুমি আমায় ভালবাসছো—হুঁ হুঁ আমি বুঝিছি! এস না নদীতে একটু সাঁতার কাটি।

জুলিয়া। খবরদার—সরে যাও বলছি।

দালিয়া। ও বাবা! একি—তুমি মেয়েমানুষ নও?

জুলিয়া। কি রকম বুঝছ?

দালিয়া। বুঝছি তুমি কাপড় পরেছ মেয়েমানুষের, কিন্তু গলায় আওয়াজ মাচ্ছ যেন টাট্টু ঘোড়া!

জুলিয়া। হ্যাঁ। বুঝেছ তো! বেশী কাছে এলে এমন চাট্ মার্‌বো যে হাড় গুড়ো হয়ে যাবে।

দালিয়া! চাট্ মার আমি সইতে পারবো! কিন্তু যেন কামড়ে দিও না, কিন্তু দেখ—তুমি যেমন টাট্টুই হও না কেন আমি একবার তোমায় যদি লাগাম পরাতে পারি, খুব হাঁকিয়ে নিয়ে বেড়াই।

জুলিয়া। বটে! পাগলামির ভেতর আবার বদমায়িসীটুকু বেশ আছে যে দেখছি।

দালিয়া। একটু ভাবসাব হোক না—আর কত কি দেখ্‌বে

জুলিয়া। আর ভাবে কাজ নেই,—যা হয়েছে তাতেই আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত।

দালিয়া। তোমার প্রাণ আছে?

জুলিয়া। ছিল বটে—কিন্তু এখন আর নেই বলে বোধ হচ্ছে।

দালিয়া। কে নিলে? আমি বুঝি?

জুলিয়া। নিকালো হিঁয়াসে।

দালিয়া। কেন? প্রাণ দিয়েছ তাড়িয়ে দিচ্ছ কেন? কষ্ট পাবে যে।

জুলিয়া। দেখ, এখনও বলছি যদি ভাল চাও তো—আমার সুমুখথেকে সরে যাও।

দালিয়া। কেন? আমায় দেখতে ভাল লাগছে না। এসনা আর একবার চোখটা টিপে ধরি—তা হলে আর আমার মুখ দেখতে হবে না।

জুলিয়া। এখনও বক্‌ছ? মজা দেখবে?

দালিয়া। টিপে ধরবো চোখটা? আচ্ছা একবার দেখ খুব আল্‌তো আল্‌তো হাত দেব—একটুও লাগবে না।

জুলিয়া। কোথেকে এ আপদ জুটলো গা!

দালিয়া। দেখ, তুমি বড় সুন্দর! তিন্নি নরম হলে সুন্দর দেখায়, আর তুমি যত রাগচো—তত যেন তোমার মুখখানা ফোটা টাট্‌কা গোলাপফুলের মতন হয়ে উঠছে। তুমি তিন্নির কে?

(আমিনার প্রবেশ।)

আমিনা। এই যে দালিয়া এসে উপস্থিত হয়েছে! কি দিদি তুমি রাগ ক'রছ কেন?

জুলিয়া। কি ঝকমারি করেই ভাই তোমার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে

এসেছি। আমার চারিদিকে জ্বালা।

দালিয়া। হা—হা—হা—সব জ্বালা? আমি ছোট জ্বালা। তিন্নি মস্ত জ্বালা—আর উনি জলের জালা।

আমিনা। দিদি! ওর কথা তুমি কিছু মনে করোনা, ওকি আর একটা মানুষ! ও একটা বুনো হরিণ।

দালিয়া। হঁ্যা ঠিক বলেছ তিন্নি! এমন ছুটে পালিয়ে যাবো যে এই বাঘিনী [জুলিয়াকে দেখাইয়া] হাজার লোক দিয়েও আমাকে ধরতে পার্‌বে না।

আমিনা। চুপ কর আহোম্মক! সব কথায় কথা কোয়োনা? দিদি মাপ কর ভাই! ও যদি কিছু বেয়াদফী করে থাকে, আমি ওকে শাসন করে দোবো। দালিয়া। তুমি কি করেছিলে?

দালিয়া। আমি এখনি খপ্‌ করে ওর চোখ টিপে ধরেছিলুম। বেশী জোরে না—খুব আস্তে আস্তে! আমি মনে করেছিলুম তিন্নি তুমি? চেহারাটা দেখে কেমন চখে ধাঁদা লেগে গিয়েছিল। ও বাবা চেয়ে দেখি তিন্নি নয়—একেবারে মস্ত অজাগর!

আমিনা। ফের্‌! ছোট মুখে বড় কথা? আর কবেই বা তুমি তিন্নির চোখ্‌ টিপে ধরেছ? তোমার তো সাহস কম নয়?

দালিয়া। তা তুমি রাগ কচ্ছ কেন তিন্নি? চোখ্‌ টিপ্‌তে তো বেশী সাহসের দরকার করে না; বিশেষতঃ আগেকার অভ্যাস থাকলে। কিন্তু সত্যি বলছি তিন্নি আজ ওর চোখ রাঙ্গান দেখে একটু ভয় পেয়েছিলুম! উঃ ঐ দেখ না

এখনও কি রকম কট্ মট্ করে চাইছে—যেন চোখ দুটো জ্বলেছে। হাঁ—হাঁ—হাঁ।

আমিনা। না—তুমি দিন দিন আরও বর্ব্বর হয়ে উঠছ। সাজাদির সুমুখে দাঁড়াবার যোগ্য নও। তোমাকে সহবৎ শিক্ষা দেওয়া বিশেষ আবশ্যক হয়েছে। তুমি জান—উনি কে?

দালিয়া। হ্যাঁ—তা—আর জানি না?

আমিনা। কে বল দিকি!

দালিয়া। আমার নানী!

আমিনা। আবার রহস্য?

দালিয়া। না রহস্য কেন? নানী না হলে—অমন রাগ দেখায়, অমন সকল কথায় খিঁচোতে আসে?

আমিনা। উনি শাহাজাদী! ওঁকে—অমনি করে সেলাম কর।

[সেলাম দেখাইয়া দেওন]

দালিয়া। [হাস্যজনক অনুকরণ] এই রকম তো?

আমিনা। দূর মুর্খ! এমনি করে' ঘাড় নিচু করে' সেলাম কত্তে কত্তে তিন পা পেছু হঠে এস।

[দালিয়া পেছু হাটিতে হাটিতে ও মাথা নাড়িতে নাড়িতে জুলিয়ার ঘাড়ে পতন]

জুলিয়া। দুর হ—কমবক্ত! এ সব কি হচ্ছে আমিনা! আমার এ রঙ্গরস একদম ভাল লাগছে না। হয় ওকে এখান থেকে বিদায় কর্—নয় তো আমি অন্যত্র যাই!

আমিনা। না—না—দিদি! তুমি রাগ করোনা। আমি ওকে

এখান থেকে সরিয়ে দিচ্ছি। দালিয়া তুমি যাও একটু আমার ঘরের কাজ কর দেখি। চুল্লিতে আগুন দিয়ে এসেছি। আগুনটা জাগিয়ে রাখ'গে।

দালিয়া। তুমিও চলনা—তুমি আমি দুজনে মিলেমিশে খুব গন্‌গনে আগুন জ্বালাব এখন।

আমিনা। না—আমার দিদির সঙ্গে একটু কাজ আছে।

দালিয়া। ও বাবা! ও তোমার দিদি?

আমিনা। হঁ্যা—ওর সঙ্গে দুষ্টুমি করা কি ভাল?

দালিয়া। তবে ও দালিয়াকে দেখে অত রাগ কচ্ছে কেন?

আমিনা। তোমার আচরণে। এখন তুমি যাও—

দালিয়া। ওকে আমার সঙ্গে আস্‌তে বলনা। তা হ'লে আগুন আপনিই জেগে থাক্‌বে—বাতাস দিতে হবে না কাটও দিতে হবে না!

আমিনা। তুমি অমন করোতো আর তোমার সঙ্গে আমি কথা কইবো না।

দালিয়া। হঁ্যা—তা আর তোমায় পারতে হয় না? আমি ধুপ করে' এসে যদি গলা জড়িয়ে "তিন্নি" বলে ডাকি—তা হলে' তুমি অমনি গাঙ্গের জল হয়ে যাবে।

আমিনা। বড় বাড়াবাড়ি কল্লে—যাও বলছি?

[দালিয়ার নিশঃব্দে প্রস্থান]

আমিনা। দিদি! রাগ করিস্‌নে ভাই—এখনকার মানুষগুলো এই রকমের। হাড় জ্বালাতন হয়ে গেছে আমার—

দুলিয়া। [স্বগতঃ] তোমার মুণ্ডু হয়েছে! হাড় জ্বালাতন হয়েছে! [প্রকাশ্যে] আমিনা! তুই মুখে ঐ কথা বলছিস্

বটে কিন্তু তোর মুখের ভাবে, তোর ব্যবহারে তার তো লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে না। বরং অনেক বিষয়ে এখনকার মানুষের ওপর তোর কিছু অন্যায় পক্ষপাত দেখ্‌তে পাচ্ছি। সত্যি আমিনা—তোর রকম দেখে আমি যেন অবাক হয়ে গেছি—একজন বাহিরের—কে কোথাকার পরপুরুষ এসে তোর অঙ্গস্পর্শ করে—এতবড় তার সাহস!

আমিনা। বলতো বোন্—একি কম্ অত্যাচার? যদি কোন বাদ্‌শা কিম্বা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার কর্ত্ত—তবে তাকে অপমান করে' দূর করে' দিতুম!

জুলিয়া। বলিস্ কি আমিনা! সত্যিই কি খেপেছিস্ নাকি? তোর কথার ভাবতো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনা, তবে কি তুই যে বলেছিলি পৃথিবীটা তোর আজকাল বড় ভাল লাগ্‌ছে—সে ঐ বর্ব্বর যুবকটার জন্যে?

আমিনা। তা সত্যিকথা বলি দিদি—ও আমার অনেক উপকার করে। ফুলটা ফলটা পেড়ে দেয়—শিকার করে' আনে—একটা কিছু কাজ কর্ত্তে ডাকলে ছুটে আসে। অনেকবার মনে করি ওকে শাসন কর্ব্ব। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। যদি খুব চোখ রাঙ্গিয়ে বলি—"দালিয়া"! তোমার ওপর আমার বড় রাগ হয়েছে দালিয় মুখেরদিকে কেমন সরল ভাবে চেয়ে—নিঃশব্দে হাস্‌তে থাকে। এদের দেশে পরিহাস বোধ হয় এই রকমের; দু-বা মারলে ভারি খুসি হয়ে ওঠে—তাও পরিক্ষা করে' দেখেছি। দেখগে যাও—ঘরে চুল্লি জ্বেলে রাখতে বলেছি; বড়ই আনন্দে কাজে মেতেছে। ঘর খুললেই দেখতে পাবে—মুখ চোখ লাল

করে' মনের সুখে আগুনে ফুঁ দিচ্ছে। একে নিয়ে আমি কি করি বলতো বোন্! আমি তো ভাই আর পেরে উঠিনা।

জুলিয়া। তুই পেরে উঠছিস্ না—ভাল—আমি একবার চেষ্টা করে দেখি—দুদিনে ওকে ঠিক্ করে' দিই।

আমিনা। তোর দুটী পায়ে পড়ি বোন্! ওকে আর তুই কিছু বলিস্‌নি ও আমার বড় সাধের পোষা হরিণ এখনও ওর বন্যস্বভাব দূর হয়নি। আমার সদাই ভয়—পাছে অন্য কোন মানুষ দেখ্‌লে ভয় পেয়ে নিরুদ্দেশ হয়—আর না আসে—

জুলিয়া। নাই এল বা—তাতে তোর কি এল গেল?

আমিনা। দিদি! পোষা প্রাণীর উপর কতকটা প্রাণের মায়া পড়ে—তা যে কখনো না পুষেছে—সে জান্‌তে পারেনা। সে যত জ্বালাতনই করুক—যত কামড় কৃ—ঠোগ্‌রাগ্ গা হাত আঁচড়াগ্—ততই মায়া বৃদ্ধি হয়—

জুলিয়া। এ বনের পাখিটি পেলি কোথায়?

আমিনা। আপনি এসে ধরা দিয়েছে! সাধ করে' এসে আমার মায়ার শৃঙ্খল্ পায়ে পরেছে—আমাকেও মায়ার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করেছে!

গীত।

(আহা) সে যে বড় ভালবেসেছে।
মুখ চেয়ে ব্যথা পেয়ে আঁখিজলে ভেসেছে॥
(পেয়ে) লাঞ্ছনা গঞ্জনা বিরহ বেদনা
(জেনে) বিফল সাধনা তবু সেধেছে।

কত সয়ে সয়ে—লোকলাজ ভয়ে
বুকে জ্বলে মুখে হেসেছে॥

জুলিয়ার গীত।

ভালবাসা বড় জ্বালা দিওনা দিওনা মন।
সহিতে দহিতে বুঝি রমণী জীবন॥
আদরে আপন ক'রে; লইবে হৃদয়পরে,
অযতনে অনাদরে শেষে শুধু জ্বালাতন॥
পায়ে ঠেলে যাবে চলে, ভাসিয়ে নয়নজলে,
রবে দূরে অবহেলে তবু মন উচাটন॥

(আলনাশার প্রবেশ)

আল। তিন্নি! আজ দুদিন তুই গাঙ্গে মাছ আন্‌তে গেলিনে কেনরে বেটী! তোর শরীর ভাল আছেতো?

আমিনা। বাপ্! আমার দিদি এসেছে—তাই দুদিন ছুটী নিয়েছি।

আল। ইয়া রসলুল্লা! তোবা—তোবা—তোর আবার দিদি কেরে?

জুলিয়া। এই যে আমি!

আল। আরে ক্যাবাৎ! বাহবা লেড়কী! তুই আবার কোথায় ছিলি? জলের ভিতর নাকি?

জুলিয়া। না—আগুন থেকে উঠে এসেছি!

আল। বটে! খুব বেঁচিছিস্ তো! তোকে কে আগুন থেকে ওঠালে?

জুলিয়া। খোদা!

আল। গা হাত পোড়েনি তো?

জুলিয়া। বাহিরে পোড়েনি! ভেতরে পুড়ে খাক্ হয়ে গিয়েছে।

আল! এ্যাঁ, কৈ, কোথায়? বলিস্ কি?

জুলিয়া। কলিজায় আগুন লেগেছে, সে আগুন এখনও জ্বল্‌ছে ধূ ধূ জ্বল্‌ছে, সহজে নিব্‌বে না।

আল। উঃ—তবেতো তোর বড় যন্ত্রণা হচ্ছে—

জুলিয়া। বড় যন্ত্রণা বৃদ্ধ—ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা! এত যন্ত্রণা যে বোধ হয় আর আমি সহ্য কর্ত্তে পারবো না!

আল! এঃ—তাইতো! তাইতো! আমাকে বলিস্‌নি কেন? আমি এখুনি এমন ওস্তাদ—দাওয়াই দিয়ে দিতুম যে এক লহমায় জ্বালা ঠাণ্ডা হয়ে যেতো!

জুলিয়া। সে দাওয়াই তুমি দিতে পার্ব্বে না। আমি জানি এক জায়গায় সে দাওয়াই আছে। তাই আন্‌বার জন্য লোক পাঠিয়েছি—নিজেও খুব প্রাণপণে চেষ্টা কচ্ছি।

আল। তা—সে কথা যাক্! তুই কাজ—কাম কিছু জানিস্?

আমিনা। বাবা! দিদির হয়ে, আমি কাজ করে' দোবো—দিদি কাজকর্ম্ম কর্ত্তে পার্ব্বে না।

আল। তাতো বুঝতে পাচ্ছি। এতবড় বেমার নিয়ে—ওকে কাজকর্ম্ম কর্ত্তে বলিই বা কি করে'? তা কাজকর্ম্ম যেমন হোক্—হবে এখন। মোদ্দাৎ তোর দিদি থাক্‌বে কোথায়?

জুলিয়া। কেন—আমিনার কাছে?

আল। কার কাছে?

আমিনা। এই আমার কাছে! তিন্নির কাছে বুঝেছ?

আল। তবেই তো মুস্কিল! থাকাতো যেন হ'ল! কিন্তু খাবে কি?

জুলিয়া। বৃদ্ধ! সে ভাবনা তোমায় ভাব্‌তে হবে না! আমি এতটা মুর্খ নই—যে—দীন দরিদ্র তোমরা—তোমাদের গলগ্রহ হয়ে থাকবো—আমার উপায়—না করে' আর এখানে আসিনি। আপাততঃ! এই স্বর্ণমুদ্রাটা নিয়ে হাটে যাও, আবার যখন ফুরোবে—আমাকে ঠিক সময়ে খবর দিও।

আল। ইস্—তাইতো—তুই কোন্ আমীর ওম্‌রাহের মেয়ে হবি! একেবারে এক কথায় সোনার চাকি ফেলে দিলি?

আমিনা। বাবা। আর কোন কথা কয়োনা! অনেক বেলা হয়েছে তুমি কাজে যাও!

আল। হ্যাঁরে তিন্নি! আজ দালিয়া আসেনি?

আমিনা। এসেছে!

আল। কোথায় গেল?

আমিনা। সে বড় উপদ্রব কচ্ছিল! তাই তাকে আমাদের ঘরের কাজে লাগিয়ে দিয়েছি।

আল। আহা—তাকে কিছু বলিস্‌নি। যদি বিরক্ত করে—একটু সয়ে থাকিস্! অল্পবয়সে অমন সকলেই একটু দুরন্ত হয়ে থাকে! বেশী শাসন করিস্‌নি। কাল একটা থলু দিয়ে আমার কাছে তিনটে মাছ নিয়েছিল।

জুলিয়া। থলু কি রে আমিনা!

আমিনা। এ দেশের লোক স্বর্ণমুদ্রাকে থলু বলে। তা বাবা তুমি সে জন্য ভেবনা। তোমার যখন দরকার হবে আমায়

বোলো—আমি তার কাছ থেকে থলু আদায় করে দেবো। একটীও মাছ তাকে দিতে হবেনা।

আল। বটে—বটে—এমন বাগিয়েছিস্? তাতো হবেই—তাতো হবেই -এমন জোড়া জোড়া সোনার চাঁদ যেখানে, সেখানে সোনার চাকির অভাব কি? কত লোক শুব দেখ্‌বে আর থাল ভরে ভরে থলু দিয়ে যাবে—বেটী! তুই খুব হুঁসিয়ার তোর বিষয় বুদ্ধি খুব। আমার লেড়্‌কাটাকে একটু সেয়না করে' দিতে পারিস্! মোদ্দাৎ তোদের কাছে আস্‌তে দিস্‌নি—তা হলে ওর মাথা বিগ্‌ড়ে যাবে—এলেই তাড়া দিবি—

আমিনা। তা—আর বল্‌তে!

আল। আচ্ছা আমি তবে একবার হাটে যাই! ওই মেসরু বেটা কেবল কাজ কামাই করে' বেড়াচ্ছে—বেটা গেল কোথায়, দেখি, গাঙ্গে গেছে কি না।

(প্রস্থানোদ্যত ও অকস্মাৎ মেসরুর প্রবেশ)

মেসরু। [আলনাশাকে না দেখিয়া] হুঁ হুঁ বাহোবা বাহোবা আজ আবার দুটো তিন্নি [আলনাশাকে দেখিয়া জিব কাটীয়া] ইয়া আল্লা বাবা হেথায়?—

আমিনা। বাবা। এই যে মেসরু এখানে?

আল। এ্যাঁ কই—কই! ওরে বেটা পাজি বদমাস্ উল্লু গাধা-

মেসরু। এ্যাঁ এ্যাঁ—আমি জাল খুঁজ্‌তে এসেছি—

আল। জাল খুঁজতে বনবাদাড়ে এসেছ? এখানে কি জাল বোনা হচ্ছে? আজ তোর পিটের ছাল তুলে দোবো জানিস্ বেকুব—

মেসরু। তা জানি! আমি জাল খুঁজতে আসিনি আমি নৌকার দড়ী নিতে এসেছি।

আল। বহিনের কাছে নৌকার দড়ী কিরে ব্যাটা বেরো বল্‌ছি কাজে যা—

মসরু। বহিনের কাছে আস্‌বো না?

আল। খিদে পেলে আস্‌বি! দরকার হলে আস্‌বি মুফতো মুফতো এসে খাড়া হস্‌' কেন বল্‌তো নচ্ছার।

মেসরু। আমার খিদে পেয়েছেই তো! আরও অনেক দরকার ছিলই তো—

আমিনা। দরকার থাকৃবে বই কি? বহিনকে যত অকথা কুকথা বল্‌বে এই দরকার—

আল। এঁ্যা সে কি! তিন্নি! তোকে ব্যাটা কুকথা বলে? বল্‌তো শালার-ব্যাটার জিবটা আমি টেনে উপড়ে নিই—

মেসরু। আল্লার কসম! ও ঝুটা বল্‌ছে বাপ! আমি কি এমন কথা বল্‌তে পারি! ও আমার বহিন আমার বাবাকেলে বহিন।

আল। আর ছাখ্‌ [জুলিয়াকে দেখাইয়া] এ তোর বড় বহিন! খুব হুসিয়ার, একেও যেন কোন রকম অখাতির করিস্‌নি—

মেসরু। তবে কি কর্ত্তে হবে! ওকেই বা কি রকম কর্ত্তে হবে একেই বা কি রকম কর্ত্তে হবে!

আল। একে দেখবি বাবা—ওকে দেখবি চাচা!

মেসরু। আর তোমায় দেখব ফুফু?

আল। চুপ র্যাও উল্লু! আমার সোজা কথা শোন্‌ তুই এদের

দেখলে বিশ হাত তফাতে থাকবি! যদি এক হাত এগিয়ে এসেছ শুনি তোমাকে জ্যান্ত কবর দোবো!

আমিনা। না তা কেন! যেমন ভাই বোনে এক বাড়ীতে মিলেমিশে থাকে সেই রকম ভালভাবে একত্রে বাস করবো

মেসরু। ঐ শোন বাবা শোন! ঐ ওরা বলছে ওদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকবো বেড়াব খেলা করবো আর তুমি বলছ বিশ হাত তফাৎ আমি কার কথা শুনি বলতো। হ্যাঁ—

আল। ওরা বলুক! আমি তোর বাপ্ তা জানিস্?

মেসরু। তা কি করে জানব? যা কবরে গেছে তার সাক্ষি কে?

আল। আলবৎ আমি তোর বাপ।

মেসরু। তা যখন বলছ আমি জোর করে' না বলব না।

আল। আমার কথা তোর বাপ যে শুনবে!

মেসরু। তা তুমি শোন গে না কেন?

আল। যা এখুনি কাজে যা—বেরোও—দূর হ পালা শিগ্গীর যা তবু দাঁড়িয়ে রইলি যে! ওদের দিকে এগুচ্ছিস্ যে?

মেসরু। ঐ দিক দিয়ে যাচ্ছি—

[আমিনার নিকট দিয়া গমন]

আল। না ওদিক দিয়ে যেতে পাবি না—

মেসরু। আচ্ছা ফিরে যাচ্ছি—

[আমিনার নিকট দিয়া প্রত্যাবর্ত্তন]

আল। যা এইবার সিধে গাঙ্গ মুখে যা! আমি হাট থেকে আস্‌ছি!

[একদিকে দিয়া মেসরুর ও অপরদিক দিয়াআলনাশার প্রস্থান]

জুলিয়া। ভাল এক পাগলের জায়গায় এসে পড়েছি বটে! সব আগাগোড়াই পাগল? একটারও মাথার ঠিক আছে বলেতো আমার বোধ হয় না।

আমিনা। সত্যি বলদিকি দিদি! এই সমস্ত পাঁচরকম দেখে শুনে বেশ একরকম আনন্দে দিন কাটেনা? কেমন সরলতা, কেমন খোলা প্রাণ! যার মুখে যা এল তখুনি বলে ফেলে; প্রাণের ভেতর কোনও গোলমাল নেই; এরা কারও সর্ব্বনাশ কর্ত্তে চায় না—জানেও না!

জুলিয়া। নিজের প্রাণে ভাবনা চিন্তা না থাকলে দুঃখ কষ্ট না থাকলে ঐ সব বেশ লাগে বই কি! তোমায় আমায় একটু প্রভেদ আছে, তাই দু-জনকার ভিন্নরকম আস্বাদন বোধ হচ্ছে।

(দালিয়ার ফুলমালা ও ফুল সুশোভিত হইয়া পুষ্পমালা সুসজ্জিতা ধীবর-কন্যাগণের সহিত পুনঃ প্রবেশ)

জুলিয়া। এ আবার কি ঢং!

দালিয়া। তিন্নি! আজ আমার বিয়ে কর্ত্তে বড় ইচ্ছে গেছে! তাই তোর চুলির আগুন নিবিয়ে এদের নিয়ে ফুল পরে এসেছি।

আমিনা। কনে' কোথা পাবে?

দালিয়া। কনে' আমার ঠিক লুকোনো আছে, এখন বার কর্ব্বোনা! তিন্নি তুমি ফুল পরনা তোমাকে বেশ মানাবে!

আমিনা। না না এখন কাজকর্ম্মের সময় ওসব ছেলেমানুষি করে না—

দালিয়া। কেন? এওতো একটা কাজ! তুইও কেন বিয়ে করা শেখ্না!

আমিনা। আমি বিয়ে কর্ব্ব না?

দালিয়া। হ্যাঁ হ্যাঁ তোর যে বিয়ে 'হয়ে গেছে! তুমি বিয়ে কর্ব্বে? [জুলিয়াকে দেখাইয়া]

জুলিয়া। কাকে?

দালিয়া। এই—[নিজকে দেখাইয়া]

জুলিয়া। চুপ রও—আর অমন কথা বোলোনা—এখুনি চোখ গেলে দেব।

দালিয়া আচ্ছা আমাকে ধমক দিলে? আমি এইখানে বর সেজে বোসলুম! মনে মনে তোমাদের দুজনকে প্রাণের ভেতর কনে' সাজিয়ে বসিয়ে মনে মনে বিয়ে করি! এই তোরা মিলনের গান গা তো, এই নে আরও থলু নে কত থলু চাস্ এই দিচ্ছি নে।—

[স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইয়া দেওন ও ধীবরকন্যাগণের কুড়াইয়া লওন]

গীত।

এসেছে নাগর প্রেমেরী সাগর অবলাজীবন নাশিতে।
প্রাণতো দেবেনা এ বড় ছলনা এসেছে স্বধু প্রাণ নিতে ॥
ও কেমন হাসে, ও কি চোখে চায়,
সরলা পাইয়ে ছলে বা ভুলায়, হাসি হাসি মুখে দাগা দেয় বুকে,
(তবু) যেচে প্রাণ চায় গায়ে লুটাইতে ॥
কি জানি কি নেশা, কি মোহ মদিরা,
জর জর কায় হয়েছি অধীরা,

কি ভাবে লো এ'লা—কি আলো জ্বালিল
পাগল সাজিল পাগল করিতে॥

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উদ্যানবাটী—লতাকুঞ্জ।

(তাহেরের প্রবেশ)

তাহের। আচ্ছা জাঁহাবাজ মেয়েমানুষ বাবা! কত চালই চাল্‌ছে--কিছুই ধরবার ছোঁবার যো নেই; ও যদি পুরুষ মানুষ হ'ত—তা হলে বোগ্‌দাদের খালিফের পদ পাবার উপযুক্ত বটে। কাছ দিয়ে সোঁ ক'রে চলে গেল—একটা কথাও নেই—বার্ত্তাও নেই যেন চেনেই না। আমিই বা কেন যেচে কথা কইবো? যদি উত্তর না দেয়—তা হলে দাঁড়িয়ে অপমান। কি করা যায়, একবার ভাবটা বুঝতে পাল্লে হয় যে!—এ যেন ধাঁদায় পড়ে রয়েছি! "তোমায় চাই কি চাইনা"—যা হোক একটা কিছু বল্লে—এসপার ওস্‌পার হয়ে যায়। তাতো বল্‌বেনা—কেবল আমারই ধুকপুকুনি সার।

(জনৈক খোজার প্রবেশ)

খোজা। বন্দেগি হুজুর! আপনি কি এখানে রঙ্গিলা বিবির

জন্য অপেক্ষা কচ্ছেন?

তাহের। এ্যা--এ্যা—কে রঙ্গিলাবিবি! কই—তা—না।

খোজা। বিবি বল্লেন যে কে তাঁকে বল্লে আপনি নাকি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা কর্ব্বার জন্য 'বড় উৎসুক হয়েছেন।

তাহের। কেন, কি আমার মাথাব্যাথা পড়ে গেছে? পেটে কি আমার খানা তলাচ্ছে না?

খোজা। বেয়াদবি মাপ হয় খোদাবন্দ! তিনি জিজ্ঞাসা ক'রে পাঠালেন—আপনার কোনও জরুরি কাজ থাকে—তা হলে তিনি কিছুক্ষণ আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে পারেন!

তাহের। আচ্ছা বাবা! তোমার বিবিকে জিজ্ঞাসা করগে দিকি—কিসে তিনি এমনটা অনুধাবন কল্লেন! তুমি তাঁকে বলগে যে, তাহের মিয়া বিকেলবেলা একটু লতাকুঞ্জের হাওয়া খেয়ে শরীরটাকে চানকে নিতে এসেছে মাত্র। রঙ্গিলা টংঙ্গিলার বড় খোঁজ খপর রাখেনা!

খোজা। বহুৎআচ্ছা—সেলাম।

[খোজার প্রস্থান]

তাহের। দেখছ একবার চালের কথাবার্ত্তা! ওরে বাবা! সে কাঁচাছেলে আমি নই, আঁতের কথা না বুঝেসুজে ঝাঁ করে' প্রাণটা ছেড়ে দিয়ে লোকের কাছে অপ্রস্তুত হবে—তেমন বান্দা তাহের মিয়া নন। হুঁ হুঁ বাবা! বুঝতে কি আর পাচ্ছিনা—চারে এসে কাতলা ঘাই মাচ্ছেন। আমি ফাঁকা টান মাচ্ছিনা বাবা! টোপটী গেলো—একটী সরল টান মার্ব—ব্যস—একেবারে ড্যাঙ্গায় তুলে দিয়ে পোলো চাপা। ঐরে ছুড়ীর পঙ্গপাল

নিয়ে আস্‌ছে—আমিও একচাল চালি।

[প্রস্থান]

(বাঁদিগণ ও রঙ্গিলার প্রবেশ)

গীত।

(সই) কে সে বল বল, ওলো আঁখি হ'ল ছল ছল।
হৃদয়ের মাঝে জাগে অনুক্ষণ, বুকের উপরে রচিল আসন,
মরমেতে শর করি বরিষণ কি জানি কোথায় গেল ॥
(আমি) আপনার মাঝে আপনহারা,
আপন সৌরভে আপনি সারা,
আকুল হৃদয়ে পাগল পারা (দেখি) সুখ চেয়ে দুঃখ ভাল ॥

১ম বাঁদী। চল্ ভাই ঝরনার পাশে ঘাসের ওপর একটু বসিগে বেশ হাওয়া দিচ্ছে।

২য় বাঁদি। চল্ ভাই! কাঁচপোকা ধরে টিপ্ পরিগে।

৩য় বাঁদি। চল্ ভাই! মিনিসুতোর মালা গাঁথিগে।

রঙ্গিলা। হ্যাঁ—তাই গাঁথ—নবাবজাদার ফুল ফুটেছে।

৩য় বাঁদি। সত্যি সত্যি বলিস্ কি রঙ্গিল!

রঙ্গিলা। গোল করিস্‌নি—তোরা একটু তফাতে থাক্—আমি পাকা খবর নিয়ে যাচ্ছি।

[বাঁদিগণের প্রস্থান]

রঙ্গিলা। মিন্‌সে ফুক্ করে' সরে পড়লো কোথায় বলদিকি! খুব ওস্তাদ বল্‌তে হবে। মেয়েমানুষের বুক ফাটেতো মুখ ফোটেনা পুরুষেরও দেখছি তাই। খুব একহাত খেলাচ্ছে যা হোক; মনে কচ্ছে আমি বুঝি ওর পেটের কথা বুঝতে

পারিনা। ছি! ছি! লোক পাঠানোটা ভাল হয়নি কিন্তু, মনে ভাবলেতো—যে আমি ছট্‌ফট্‌ কচ্ছি। আমার লোকটাকে যখন অপমান করেছে—সে অপমানটা আমাকেও হয়েছে।

(অপর খোজার প্রবেশ)

খোজা। বহুৎ বহুৎ তস্‌লিমাৎ রঙ্গিলাবিবি! মেজাজ আচ্ছাতো?

রঙ্গিলা। নেহি—এক মরদবাচ্ছা মেরা মগজ বিগড় দিয়া।

খোজা। ইয়াপীর খোদাতাল্লা! হুকুম হয়তো কুছ দাওয়াই লেয়াই?

রঙ্গিলা। তোম ক্যা দাওয়াই দেনে সেক্‌তা?

খোজা। আরে বিবি! হামতো কমবখ্‌তা! পোক্তা আদমি হাম বোলায় দেতা—বোলো উন্‌কো তোম মাংতা?

রঙ্গিলা। উ'হ কাঁহা রহতা?

খোজা। নগিজ; তোমারিত দোস্ত্‌ লাগ্‌তা—

রঙ্গিলা। উ কোন্ হ্যায়? নামতো বাতাও।

খোজা। তাহের মিয়াসাহেব! বোলায়ে দেই?

রঙ্গিলা। কোন্ তুম্‌কো বোলা?

খোজা। হাম্ পুছতা হ্যায় বিবি! ও মিয়া—উধার ইধার ঘুমতা ফিরতা, তুম্‌ভি একেলা ইধার টল্ দেতা,—দোনো মিলযাতা তো বড়া অচ্ছি হোতা।

রঙ্গিলা। [ইষ্টক প্রহার] নিকালো বদ্‌মাশ কুত্তা!—কোন্ উন্‌কো মাংতা?

খোজা। [ভূমে পতিত হইয়া] আরে বাপ্‌রে—হাম আবি

মরযাতা।

(তাহেরের পুনঃপ্রবেশ)

তাহের। আহা—হা—হা—হা লেঙ্গিমিয়া—এখানে কুক্‌ড়ো লোটাচ্ছ কেন বাপ্পু? কি হয়েছে?

খোজা। আরে—হামকো জানে দেও সাহাব! এ রঙ্গিলাবিবি মেরাপর বড়ি খাপ্‌পা হুয়া। তোম্ হামকো ভেজ দিয়া আস্‌নাইকো রোশনাই কিয়া—ইএ গরীব এক ইট্রাসে আঁধারিয়া দেখা।

তাহের। মর ব্যাটা! কে তোকে এখানে পাঠালে? আমি বল্লুম, যে দেখে আয় দিকি নবাবসাহেব এসেছে কি না।

খোজা। হঁ্যা—নবাব তো আবি বেগন্ধ হোকে মেরা জান্ মার্ দিয়া;—আরে বাপ! ক্যা মুস্কিল!

তাহের। যা ব্যাটা উল্লু—পালা। [খোজার প্রস্থান]
হঁ্যা ভাল কথা এই যে তুমি, রঙ্গিলাবিবি এখানে; তা আমাকে কি বল্‌ছিলে?

রঙ্গিলা। এঁ্যা—কে তুমি? ওঃ! তা—হঁ্যা—আমাকে কিছু বল্‌ছ নাকি?

তাহের। নাঃ! তুমি আমাকে খুঁজছিলে?

রঙ্গিলা। ন্যাঃ!

[উভয়ের আপনমনে পরিক্রমণ]

তাহের। [আপনমনে] বেড়ে টুন্‌টুনি পাখিটা! ফুড়ুত ফুড়ুত ক'রে এ ডালে ও ডালে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে! ঝোপের ভেতর লুকিয়ে লুকিয়ে সিটী মাচ্ছে! লোকে বেশ বুঝতে পাচ্ছে—যে পাখিটা গা-ঝাড়া দিচ্ছে—ঐখানেই

আছে। কিন্তু টুনটুনিবিবি ভাব্লেন, তাকে কেউ দেখতে পাচ্ছেনা—তার ডাক্ও কেউ শুনতে পাচ্ছেনা—তার চালাকীও কেউ বুঝতে পাচ্ছেনা।

রঙ্গিলা। [আপনমনে] আমরণ! ম্যাছরাঙ্গাটার রকম দেখ! পুকুরধারে গোচোরের মতন বসে' রয়েছে। ১৭ আনা নজর জলের দিকে,—কখন সুবিধে পাবে—আর অমনি লম্বা ঠোঁটের ঠোক্কর মেরে—একটী মাছ গেঁথে নিয়ে সর্বেন। মনে কচ্ছে বুঝি জলে তার পোড়ামুখের ছায়া পড়ছে না। হায়রে পোড়াকপাল চোরের। ঐ রকম মনেই করে বটে।

তাহের। [ঐ] গোলাপফুলের ঢং দেখে আর বাঁচিনা। হাওয়াতে হেলে দুলে—হেঁসে ঢলে—আড়ে আড়ে আমার দিকে চেয়ে—কত রঙ্গই কচ্ছেন। মনে কচ্ছেন, আমায় দেখে লোভে পড়ে কষ্ট করে হাতে কাঁটা ফুটিয়ে—গাছ থেকে তুলে নিয়ে—এসে বুকে করে' রাখবো—আমার তো বয়ে গেছে। ঐখানে শুকিয়ে ঝরে মাটীতে পড়ে গড়াগড়ি খাবে—তবে যদি একবার তুলে নিয়ে—খেয়াল করে' নাকের কাছে ধরি।

রঙ্গিলা। [পূর্ব্ববৎ] দেখ—দেখ—ঐ উঁচুডালের কোণে পেয়ারাটার রকম দেখ! একরাশ পাতার ভেতর থেকে আমাকে উঁকি মেরে দেখ্ছে দেখ! আরে মর্—তোর আছে কি যে তোকে দেখে পাবার জন্যে আমার প্রাণটা লাফিয়ে উঠ্বে? তুই ডাঁসবি—পাক্বি—তোকে কাকে ঠোক্রাবে—চড়ুয়ে আচড়াবে—শেষে বাদুড়ে কাম্ড়ে

মাটীতে ফেলে দেবে—আমি সকালবেলা উঠে এসে তোর দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দেখবো—আর পায়ে করে' গড়িয়ে নর্দ্দমায় নিয়ে গিয়ে ফেল্‌বো।

তাহের। দেখ ভাই রঙ্গিল! ক্রমে বড় মাত্রা বাড়িয়ে তুল্‌ছ—

রঙ্গিলা। তুমি তো কিছু কম যাচ্ছনা।

তাহের। কাজ নাই ভাই! একটা তুচ্ছ কারণে বন্ধুবিচ্ছেদ ভাল কি?

রঙ্গিলা। তাতো বটেই ভাই! সেটা কি ভাল! আর্সির মুখ দেখাদেখি বইতো নয়।

তাহের। তাতো সত্যি! আমি ভাই সরে যাচ্ছি।

রঙ্গিলা। আমিও চল্লুম।

গীত।

উভয়ে। পিরীতের মুখেতে ছাই—চলে যাই যে যার পথে।
কথায় কথায় বাড়বে ব্যাথা, শেষে কি হবে কি হতে॥

তাহের। থাক তুমি আপন গরবে, (বলি) অত কে সবে?

রঙ্গিলা। (তোমার) না যদি সয় যাতনা হয়, সরেপড় তবে;—
(আমি) গরবভরের গরব ক'রে রব সদাই গরবে;—

তাহের। (বলি) অত কি ভাল?

রঙ্গিলা। (কেন) মন্দ কি বল?

তাহের। যা রয় সয়—তাই কল্লে ত' হয়,

রঙ্গিলা। আমি চল্‌বো কি তোমার মতে?

[উভয়ের প্রস্থান]

(রহমৎ ও শাহজানের প্রবেশ)

শাহ। শুভক্ষণে তুমি নবাবপ্রাসাদে উপস্থিত হয়েছিলে। খুব উপযুক্ত সময়ে এসে তুমি পূর্ব্বইতিহাস আমার নিকট অকপটে বিবৃত করে—আমাকেও শুভকার্য্যে উৎসাহিত করেছিলে। মঙ্গলময় খোদার কৃপায় আমার জীবনের একটা মহান আক্ষেপ মেটাবার সুযোগলাভ হ'ল, রহমৎ! আমি শা-সুজার জীবিত কন্যাদ্বয়ের সন্ধান পেয়েছি।

রহ। জাঁহাপনা! আপনার বাক্যের প্রতিবাদ করা আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির কোন মতেই কর্ত্তব্য নয়। কিন্তু, আপনি যে দু-জনকে শা-সুজার কন্যা বলে স্থির করেছেন—সত্যই তাঁরা তাঁরই কন্যা কিনা—সে বিষয় যথার্থ প্রমাণ কিছু পেয়েছেন কি?

শাহ। রহমৎ! যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ না ক'রে কি আমি এমন গুরুতর বিষয়ের মিমাংসায় উপস্থিত হয়েছি! আমি যে প্রমাণ পেয়েছি—সে প্রমাণ সত্যের অপেক্ষাও সত্য। আর এক কথা—আমি এ পর্য্যন্ত অবিবাহিত—আমি স্থির করেছি, সেই কন্যাদ্বয়কে বহু সম্মানে প্রাসাদে আনয়ন ক'রে—তাদের সম্মতিক্রমে তাদের পাণিগ্রহণ কর্ব্ব। তোমার যদি সন্দেহ হয়ে থাকে—তা হলে যখন তারা প্রাসাদে উপস্থিত হবেন—তুমি তখন তাঁদের দেখ্‌লেই চিন্তে পার্ব্বে।

রহ। তাঁরা কোথায় আছেন? জান্‌তে পারি কি জনাব?

শাহ। আপাততঃ সে বিষয় আমি সকলের নিকট গোপন রাখ্‌বো। যে দিন তাদের আন্‌তে পাঠব—সে দিন তুমি অবশ্য জান্‌তে পার্ব্বে। কিন্তু আমার ইচ্ছা নয় যে তুমি প্রাসাদের বাইরে তাদের সহিত সাক্ষাৎ কর।

রহ। জাঁহাপনা! আমি সে হতভাগিনীদের সহিত ইহজীবনে সাক্ষাৎ কর্ত্তে চাইনা। তাদের আমি আজীবন চক্ষে দেখতে না পেলেও আমার কোন দুঃখ নাই। কেবল যদি কর্ণে শুনি যে সম্রাটনন্দিনী তারা—তাদের যোগ্য মর্য্যাদালাভ করে' সুখে দিনযাপন কচ্ছে—আমার পক্ষে সেই সংবাদই যথেষ্ট। বলুন দেখি—জাঁহাপনা! এমন দুর্দ্দশা কি কারুর হয়। অতুল ঐশ্বর্য্য-অধিপতি—এককালে যার প্রতাপে যাঁর আদেশে—যাঁর প্রভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের লোকে অবনত-মস্তক হ'ত—সেই হতভাগ্য শা-সুজার আদরের কন্যা দুটী কি না—আশ্রয়হীনা—সহায়-বিহীনা—পর-প্রত্যাশিনী--ভিখারিনী—উদাসিনীর ন্যায় কোথায় কোন্ দীনদরিদ্রের কুটীরে ভিক্ষান্নে দিনযাপন কর্চ্ছে! হায় খোদা! বলিহারী তোমার সূক্ষ্মবিচার!

শাহ। রহমৎ! বৃদ্ধ জ্ঞানবান বিচক্ষণ তুমি, তুমি যে অদৃষ্টের ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য কর্ত্তে এত অক্ষম, তুমি যে মানুষের নিজের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল মাননা—তুমি যে সুখ দুঃখের চক্রবৎ পরিবর্ত্তনে এত আত্মহারা হও, তা আমি জান্তেম না। রহমৎ! এতবড় দুনিয়াটা—কার আদেশে—কার কথায়—কার ইঙ্গিতে চল্‌ছে—তা জান কি? মানুষের সুখ দুঃখ, হর্ষ, শোক, দৈন্যতা, সমৃদ্ধির বিধান-কর্ত্তা কে তা জান কি? সে শক্তিমান মহাপুরুষ তোমার আমার মতন তুচ্ছ মানুষ নয়। তাঁর কলমের উপর কলম চালাতে সমগ্র দুনিয়ার একত্রিত যাবতীয় শক্তি—অতি তুচ্ছ পিপিলিকার অপেক্ষাও শক্তিশূন্য! জগদীশ্বরের সূক্ষ্মবিচারে শা-সুজার

রাজ্যচ্যুতি—ছার ঔরঙ্গজেবের প্রভাবে নয়। সর্ব্বশক্তিম খোদার মর্জ্জিতে তোমার প্রভু, আমার পিতার হস্তে মৃত্যুমুখে পতিত। দীনদুনিয়ার মালিক তিনি,—চিরমঙ্গল-ময় তিনি—অবশ্য কোন নিগুঢ় মঙ্গল উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য—তোমার প্রভু এবং প্রভুকন্যাদের এতাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্থ করেছেন। তিনি না কল্লে রহমৎ—আমার মর্ত্তবাসী পিতার কি সাধ্য যে তোমার প্রভুর কেশাগ্রও স্পর্শ কর্ত্তে পার্ত্তেন? আবার দেখ করুণাময়ের কৃপাদৃষ্টি নিশ্চই তোমার প্রভুকন্যাদের উপর নিপতিত—তাই তিনি তাঁদের দুর্দ্দিনের অবসান কর্ব্বার জন্য—তাঁর মঙ্গলকারী বাহু প্রসরণ করে—সুখসাগরে নিমর্জ্জিত কর্ব্বার ব্যবস্থা কচ্ছেন।

রহ। মার্জ্জনা কর্ত্তে আজ্ঞাহয় জাঁহাপনা! আমি মনের দুঃখে কি বল্‌তে কি বলেছি। আমি মুর্খ জ্ঞানশূন্য নিজগুণে বান্দাকে ক্ষমা করুণ।

শাহ। তুমি আমার পরম হিতকারী। যাও তুমি বিশ্রাম করগে - আমার অন্য কার্য্য আছে।

রহ। যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা।

[রহমতের প্রস্থান]

শাহ। ধন্য জগদীশ্বর! অপার তোমার মহিমা! অধমের প্রতি তোমার অসীম করুণা! তুমি মনে কল্লে দুনিয়ার অসম্ভবকে সম্ভব কর্ত্তে পার। কল্পনাকে সত্যে পরিণত কর্ত্তে পার। তিনি আমার হৃদয়রাজ্যের সাম্রাজ্ঞী—আমার জীবনের একমাত্র উপাস্য দেবীমূর্ত্তি - আমার হৃদয়ানন্দদায়িনী তিনি শা-সুজার কন্যা। তার সঙ্গে জুলিয়া—উজ্জ্বলে মধুরে

অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। একদিকে তেজময়ী, দৃপ্তিময়ী, প্রভাময়ী জুলিয়া—গর্ব্বিতা উন্নতহৃদয়া শক্তিসম্পন্না জুলিয়া! বিপুল সাম্রাজ্য শাসনের উপযুক্তা সাম্রাজ্ঞী। অন্যদিকে প্রভাত শিশিরসিক্ত কোমলকুসুম—স্নিগ্ধ-মাধুরীময়ী আমিনাসুন্দরী। এ সুখ যথার্থই কল্পনাতীত! এই যে তাহের আস্‌ছে।

(তাহেরের প্রবেশ)

তাহের। বন্ধু! বাঁচাও—বাঁচাও ভ ই—প্রাণ গেল।

শাহ। কেন—কেন—কি হয়েছে?

তাহের। সর্ব্বনাশ—আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে। আমায় মেরেছে—বড্ড মেরেছে—ওরে বাবা—ওরে চাচা—ওরে নানী—ওরে ফুফু!

শাহ। কি হয়েছে? ভেঙ্গে বলনা—কে মেরেছে তোমায়?

তাহের। হ্যাঁ দাদা! আমায় মেরে গো-বেড়ন করে' ছেড়ে দিয়েছে।

শাহ। কি করে' মার্‌লে? কেন মার্‌লে—কোথায় মার্‌লে? কি বিপদ—স্থির হও।

তাহের। এইবার একেবারে স্থির হবো আর কি? কি করে' মার্‌লে?—খোঁচা—খোঁচা দিয়ে মার্‌লে! কেন মার্‌লে? গো-বেচারা দেখে; কোথায় মার্‌লে? এই বুকের ভেতর, একেবারে পিট্ ফুঁড়ে।

শাহ। রহস্য কচ্ছ?

তাহের। রহস্য? আমি খেলুম মার—আর তুমি বল্‌ছো রহস্য! আচ্ছা ভাই! বহুৎ বহুৎ সেলাম—আর তোমার

বাড়ীমুখো হবোনা, এই চল্লুম।

শাহ। আমাকে সমস্ত ভেঙ্গে না বল্লে আমি কি করে' বুঝবো ভাই? কে তোমার সঙ্গে অসদ্ব্যাবহার করেছে আমায় বল দেখি?

তাহের। ঐ সেই একটা রং চংএ ছুঁড়ী—ঐ যে রঙ্গিলা না কি।

শাহ। ওঃ—তাই বল—প্রেমের অভিনয় কচ্ছ।

তাহের। হ্যাঁ, তা বই কি—আমি তোমার মতন রোজ ছেঁড়া ন্যাকড়া পরে ব্যাওরা সেজে জেলের বাড়ী ছুটি কিনা।

শাহ। তার সঙ্গে কি ঝগ্‌ড়া করেছ?

তাহের। আমি তার যুগ্য লোক কি—যে ঝগ্‌ড়া কর্ত্তে যাব। সে একটী পাহাড়ে তালঠোকা ম্যাড়া। আমাকে দেখ্‌লেই গুঁতোতে আসে—এইখানে ভালমানুষের ছেলে বেড়াচ্ছি—ভদ্রলোকের মতন—মনে কল্লুম দুটো ভালকথা কয়ে' এসে আলাপ পরিচয় কর্ব্বে—সেই তক্কে আমি প্রাণের কথাটা বল্‌বো—সেও আমায় বল্‌বে—দুজনে ফোঁস ফাঁস করে' নিঃশ্বেস টিশ্বেস ফেল্‌ব—দুটো সুখ দুঃখের বিরহ মিলনের কথা কইব—তারপর একটু বক্‌বকম্ করে' প্রেমের বুক্‌নী কাট্‌বো—তারপর তুমিও যেমন দুপাশে দুটী নিয়ে বস্‌বে—আমিও অম্‌নি জোড়াগাঁথা হয়ে তোমায় চার হাতে কুর্ণিস কর্ব্ব।

শাহ। হ্যাঁ—তা কি হ'ল?

তাহের। সব ওলট্ পালট্ হয়ে আমার চোদ্দপুরুষ জাহান্নমে চলে গেলো। ছুঁড়িও কতকগুলো গালাগাল ঝেড়ে চলে গেল—আমিও দুটো রোকের মাথায় বচন আউড়ে সরে

পড়লুম। প্রেম আর হ'ল না।

শাহ। হবে দুঃখ কচ্ছ কেন? তুমিও তাকে প্রেমের কথা বলনি—সেও তোমায় কিছু বলেনি। সেও চলে গেছে—তুমিও আপনার কাজে চলে যাওনা।

তাহের তবে আর হ্যাঙ্গাম কি? সে দিব্বি বুক ফুলিয়ে চলে গিয়ে—নাচ্‌তে গাইতে আরম্ভ কল্লে—আমি খানিকটা গিয়েই ভ্যাঁ করে' কেঁদে ফেল্‌লুম।

শাহ। এখন কি চাও?

তাহের। আমার আর চাল্‌চেলে কাজ নাই দাদা! আমি ঠাউরেছিলুম যে ছুঁড়ীটা এসে সেধে যেচে ধরা দেবে—পায়ে লুটীয়ে পড়বে—তখন প্রাণের কথা খুল্‌বো। এখন দেখছি ছুঁড়ী সে বান্দাই নয়। তার বুকের বেজায় জোর। আর কাজ নাই দাদা! আমি যখন মরিইছি, তখন মড়া আর চেপে রাখ্‌বো না—পচা দুর্গন্ধ বেরুবে। তার চেয়ে এই বেলা প্রকাশ করে' কবরের ব্যবস্থা করাই ভাল।

শাহ। তা হলে হার মান্‌লে?

তাহের। হার বলে হার—আমি এই নাকখৎ দিচ্ছি দাদা!

গীত।

(এই) কানমলা—নাকমলা—হ'ল আক্কেল এবার।
(হয়েছি) বেজায় জখম, খোদার কসম,
করবো না চালাকি আর॥
নারীর প্রেমে দুশো সেলাম, হব গিয়ে সেধে গোলাম,
দেখ্‌তে বটে বেজায় মোলাম, একছোবলে সত্ত ক্বাবারি॥

———•———

শাহ। তাহের! তুমি সে দিন আমাকে উপদেশ দিয়েছিলে যে কেন আমি সাধ করে নিজেকে অসুখী করি? এখন বুঝেছ প্রেমের কি বিচিত্র ব্যাপার? এখন বুঝেছ কেন আমি আরাকানের সম্রাট হয়ে দীনদুঃখীর সাজে নিজের মান, মর্য্যাদা সমস্ত বিস্মৃত হয়ে—শুধু একবার চোখের দেখা দেখ্‌বার জন্য প্রত্যহ এতটা পথ অতিক্রম করে' সেই ধীবরের কুটীরে যেতেম? বন্ধু! জল পিপাসার জন্য আকুল নয়—চিরদিন পিপাসাই জলের জন্য হা হা করে' থাকে!

তাহের। ওরে বাপ্‌রে! তা আর একবার বল্‌তে। শুধু হা হা—আমি টা—টা কচ্ছি। গলা শুখিয়ে কাট্‌ মেরে গেছে—দম বন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়—আমায় বাঁচাও বাঁচাও বন্ধু! ওরে বাপ্‌রে! কি ঝক্‌মারি করেছিলুম রে বাবা! মেয়েমানুষের ওপর চাল—একেবারে বানচাল করে' ছেড়ে দিয়েছে।

শাহ। বোঝ তাহের! স্ত্রীলোকদের অবলা বলে - কিন্তু, তারা কত শক্তিময়ী! যে প্রেমসমুদ্রে তোমার আমার ন্যায় শক্তিমান পুরুষ—সামান্য তৃণখণ্ডের মতন ভেসে চলে যাই—দুর্ব্বলা রমণী অবাধে সেই উত্তাল তরঙ্গসমাকুল ভীষণ প্রেমবারিধীর অপ্রতিহত দুর্দ্দমনীয় বেগকে হেলায় নিজ ক্ষুদ্রবক্ষে চেপে রেখে—কেমন সুখে হাস্‌তে হাস্‌তে দিন-যাপন করে। স্ত্রীলোকের কাছে পুরুষের প্রেমের গর্ব্ব বিড়ম্বনা। যাক্‌ ও সকল কথা। রঙ্গিলাকুসুম তোমার প্রস্ফুটীত হয়েছে—সেই অমূল্যরত্ন বিধাতা তোমার জন্যই

নির্দ্ধারিত করে' রেখেছেন—তুমি প্রকৃতিস্থ হও। আমি নিজে তোমাদের মিলন করিয়ে দো বা। চল, আলনাশার কাছে আমিনা, জুলিয়াকে আন্‌বার জন্য দুত পাঠাবার ব্যবস্থা করিগে।

তাহের। চল বন্ধু! তুমি একটু ভরসা দিলেই—আমি দিন রাত্তির স্ফুর্ত্তিতে তুড়ি লাফ মেরে বেড়াই।

[উভয়ের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীর ধার।

ধীবরবালকগণের গীত।

(আয়) সাথীমিলে ছুটে দলে দলে ঝুপাঝুপ্ পড়ি
গিয়ে গাঙ্গের জলে।
বড় শক্ত মাটি—কৈত কাদা ধুলো
হোঁচট খেয়ে বুঝি প্রাণটা গেল, জলে খেল্‌বো ভাল,—
ঢেওয়ে ঢেওয়ে নাচ্‌বো কুতুহলে॥
(হব) সাঁতারে সাঁতারে এপার ওপার, নাকানি চোবানি
খাব দেদার,
(বানের) টানে পড়ে, হাত পা ছেড়ে
হেসে হেসে ভেসে যাব চলে॥

(জুলিয়ার প্রবেশ)

জুলিয়া। একি এ স্থান কি কুহকের রাজ্য? এই জঘন্য—ঘৃণ্য দৈন্যময়, নীচ মৎস্যজীবির কুটীর কি কোন রকম যাদু জানে? নইলে, একদিন যে স্থান আমার নরকের চেয়ে কদর্য্য মনে হয়েছিল,—যে সমস্ত মুর্খ হীনব্যক্তির সংসর্গ আমার অতি কুৎসিৎ বলে বোধ হ'ত—যে উন্মাদ "দালিয়াকে" আমার চক্ষশূল মনে কর্ত্তেম—আজ সেইস্থান সেই সকল হীনব্যক্তি—সেই দালিয়া আমার প্রাণের ভেতর মমতার ফাঁদ কেমন করে পাত্‌লে? কেন, এখানে কি আছে? মানবচক্রের গুণ গুণ ধ্বনী নেই—সংসারীর কোলাহল নেই—বিষয়ীর বাদ বিসম্বাদ নেই—আকাঙ্ক্ষার ছায়ামাত্র নেই। কেবল দেখি ঋতুপর্য্যায়ে বৃক্ষলতা-মুঞ্জরিত ;—সন্মুখের নীলানদী বর্ষায় স্ফীত, শরতে স্বচ্ছ এবং গ্রীষ্মে ক্ষীণ। আর কুঞ্জে কুঞ্জ স্বেচ্ছাবিহারিনী বিহঙ্গিনীর উচ্ছাসিত কণ্ঠস্বর ; তবে কি দুনিয়ার মধ্যে এই সুখ—এই শান্তি? এই নির্ব্বাসনই সকলকার হৃদয়ের কাম্যবস্তু? নিশ্চয়—অতি নিশ্চয়ই ; নইলে এই জীর্ণ কুটীরের মধ্যে নির্জ্জন দারিদ্রের ছায়ায়—কেন আমার কুলগর্ব্ব লোকমর্য্যাদার ভাব—আপনা হতেই শিথিল হয়ে পড়লো? কিসের জন্য সেই পুষ্পিত কৈলুতরুর ছায়ায় আমিনা দালিয়ার মিলনের সেই মনোহর হাস্যকৌতুক আমার প্রাণে আনন্দের প্রস্রবণ ছুটীয়ে দেয়। আজ দালিয়া এখনও এলনা কেন? অন্যদিনতো এত বিলম্ব করেনা! এসেছে কি? আমিনার কাছে আছে কি? না আমিনা'ত একা

কাজ কচ্ছে দেখে এলুম। দেখ কি অপূর্ব্ব মনের গঠন! আমি জুলিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ-ব্রতি, গর্ব্বিনী সম্রাট-নন্দিনী জুলিয়া কিনা নিজের অবস্থা সমস্ত বিস্মৃত হয়ে কেবল দালিয়া'র আগমন প্রতিক্ষা কচ্ছি। বর্ব্বর দালিয়া! সে কি সাজাদির সমকক্ষ লোক? কিন্তু সমকক্ষ নয় বলিই বা কিসে? সমকক্ষ না হ'লে, সাজাদি জেনেও কেন সে আমার কাছে সঙ্কুচিত হয় না, সহাস্য, সরল, কৌতুকপ্রিয় সকল অবস্থাতেই নির্ভীক—সে তো হীন নয়,—সে তো পদানত হবার উপযুক্ত নয়। তার চরিত্রে দারিদ্রের তো কোন লক্ষণ নেই! কিন্তু দালিয়া যাই হোক—জুলিয়ার এ পরিবর্ত্তন যথার্থই শোচনীয়, হায় খোদা! সম্রাটপুত্রির জীবনের কি এই পরিণাম?

গীত।

জীবন যৌবন সাধে বিলাইনু চরণে. পরিনু প্রেমডোর।
মরমের বীণা, আর বাজিবে না, কোথা হ'তে এল মনোচোর॥
কত আশা বুকে, ধরেছিনু সুখে,
সাধে বাদ কে সাধিল রে,
চাঁদিনীর রাতি, জোছনার ভাতি,
নিরাশ আঁধারে ঢাকিল রে;—
হা হা হত বিধি, ছি ছি তব একি বিধি,
ভেঙ্গে দিলি কেন ঘুমঘোর।
পাখীর কুজনে, আঁখির মিলনে,
সোনার স্বপন হলো ভোর॥

(রহমতের প্রবেশ)

রহ। বন্দেগী! সাহাজাদি! আজ এখানে যে?

জুলিয়া। রহমৎ! কি সংবাদ?

রহ। সংবাদ বড় অসুবিধাজনক। তোমাদের দু ভগ্নিকে আরাকান রাজপ্রাসাদে যেতে হবে; এতক্ষণে বোধ হয় আল্‌নাশার কাছে নবাবের পরোয়ানা এসেছে।

জুলিয়া। এঁ্যা—সেকি—কেন?

রহ। নবাব কি জানি কেমন ক'রে একদিন আপনাদের দু ভগ্নিকে স্বচক্ষে দর্শন ক'রে মুগ্ধ হয়েছেন। আপনাদের পাণিগ্রহণ করা তাঁর উদ্দেশ্য।

জুলিয়া। তিনি স্বচক্ষে আমাদের দেখেছেন?

রহ। আমার নিকট সমস্ত পূর্ব্বকাহিনী অবগত হয়ে—আপনাদের সন্ধানে লোক নিযুক্ত করেছিলেন সত্য! কিন্তু শুন্‌লুম তিনি নিজেও নাকি ছদ্মবেশে আপনাদের অপরূপ রূপলাবণ্য দেখে আত্মহারা হয়েছেন। তিনি বলেন আপনাদের বেগম ক'রে—সুখ ঐশর্য্য দান ক'রে অতুল আনন্দে রাখ্‌বেন;— তাঁর পিতার পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হবে।

জুলিয়া। তারপর তোমার কি বক্তব্য?

রহ। আপনাদের যেরূপ অভিরুচি! আমি কি বল্‌বো সাহাজাদি?

জুলিয়া। যার পিতা আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে—আমাদের পিতৃহত্যা করেছে—আমাদের আশ্রয় দিয়ে একদিন আমাদের দুর্দ্দশার চরম করেছে—সেই শয়তানের কাছে আমরা

দু ভগ্নি আবার সুখের আশায় সেচ্ছায় গমন করবো?

রহ। না গেলে উপায় কি সাহাজাদি? আপনারা যেতে অস্বীকার কল্লে—নবাব ছাড়বেন কেন?

জুলিয়া! নবাব লোক কেমন রহমৎ?

রহ। আমার কথা যদি শোনেন—তা হলে আমার ধারণা তিনি খুব মিষ্টভাষী বটেন! কিন্তু পিতৃগুণে পুত্র চিরদিন গুণি হয়ে থাকে। কে জানে, আবার তাঁর কি উদ্দেশ্য মনে মনে আছে!

জুলিয়া। আর এককথ মৃত-আরাকানসম্রাট আমাদের সঙ্গে এই নবাবের বিবাহের কথা উত্থাপন করেই, আমাদের পিতার সঙ্গে বিরোধ করেছিলো। আমার পিতা বিবাহ দিতে অসন্মত হয়েছিলেন বলেই তো তিনি ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা-গ্রস্থ হয়েছিলেন; আমরা আবার সেই শয়তান নবাবের পুত্রকে বিবাহ কর্ব্ব?

রহ। তা হলে উপায় কি কর্ব্বেন সাহাজাদি?

জুলিয়া। রহমৎ! তোমার ঐ ছুরিখানা আমায় দেবে?

রহ। কেন, আত্মহত্যা কর্ব্বেন নাকি?

জুলিয়া! আত্মহত্যা কর্ব্ব কেন? কিসের জন্য? পিতৃশত্রুর বংশলোপ না ক'রে—বৃথা আত্মঘাতিনী হয়ে কি উদ্দেশ্য সাধন কর্ব্ব? [ছুরিকাগ্রহণ] রহমৎ! আমাদের তো বহুদিন পূর্ব্বে মৃত্যু হয়েছে। আবার নূতন ক'রে মর্ব্ব কি! ছোরার সাহার্য্যে নবাবের বেগম হয়ে—তাকে জন্মের মতন প্রেমসম্ভাষণ শোনাব।

রহ। তা যদি পারেন সাহাজাদি! তা হলে বুঝবো আপনারা

সম্রাটের উপযুক্ত কন্যা বটে! আমিও সাধ্যানুসারে সেখানে আপনাদের সাহার্য্য করবো। কিন্তু, আপাততঃ আমি বিদায় নিলেম। এখনই নবাবের লোকজন হটাৎ এখানে কেউ আস্‌তে পারে; বন্দেগী!

[রহমতের প্রস্থান]

জুলিয়া। মুর্খ নবাব! আরো কি ষড়যন্ত্র মনে মনে পোষণ ক'রে রেখেছ, শা-সুজার কন্যা কি তোমার তুচ্ছ বিলাসের সামগ্রী—যে একবার চক্ষে দেখে উপভোগের বাসনা হয়েছে তাই কৃপাকরে প্রাসাদে নিয়ে যাবার কামনা করেছ, তারপর আশাপূর্ণ হলে—বাসি ফুলের মতন পায়ে দলবে? শয়তান! তোর পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমিই তোকে করিয়ে দোবো।

(দালিয়ার প্রবেশ)

দালিয়া। খুঁজি—খুঁজি নারী—যে পায় তারি—এই পেয়েছি! [জুলিয়াকে ধরিয়া] কেমন, তোমায় পেয়েছি?

জুলিয়া। হ্যাঁ, দালিয়া! পেয়েছ বটে, কিন্তু রাখ্‌তে তো পার্‌বে না।

দালিয়া। কেন পারবো না—আঁকড়ে ধরে রাখ্‌বো—ইস্‌ পারি কিনা দেখ্‌বে?

জুলিয়া। না; আর দেখে কাজ নেই। এতক্ষণ কোথায় ছিলে?

দালিয়া। তোমায় বল্‌বো কেন?

জুলিয়া। কেন বল্‌বে না? আমি জানি কোথায় ছিলে।

দালিয়া। তিন্নির কাছে, তাকে রুটী বানিয়ে দিচ্ছিলুম। তুমি

রাগ কল্লে? ছি! তোমার বড় হিংসে

দূর হ পাগলা! তিন্নির কাছে ছিলি—তা আমি রাগ কর্ব্ব কেন?

দালিয়া। ঐ রাগ কচ্ছ—আর বল্‌ছো রাগ করবো কেন!

জুলিয়া। দালিয়া! তুই কি মনে করিস্ আমি তোকে ভালবাসি না?

দালিয়া। বড় বাসিস্—তিন্নির চেয়েও বাসিস্! বালির বাঁধ ভেঙ্গে গেছে, বন্যা হয়ে ভেসে যাচ্ছে কি বলিস্?

জুলিয়া। ওঃ! কি আমার পেয়ারের লোক গো!

দালিয়া। আবার মিছে কথা? পেয়ারের লোক নই? তবে যাই—কোথায় পেয়ারের লোক আছে গিয়ে দেখিগে।

[প্রস্থানোদ্যত]

জুলিয়া। আহা দাঁড়াও না! অত রাগ কেন? এতদূর থেকে এলে—একটু জিরোও।

দালিয়া। না, আমি আজকাল বড্ড ভালবাসতে শিখিছি; যেখানে ভালবাসা আছে—সেইখানেই আমি গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি তা জানিস্?

জুলিয়া। আচ্ছা—তুমিও ভালবাস?

দালিয়া। আমি ভালবাসি—আবার আরো কি করি জানিস্?

জুলিয়া। কি?

দালিয়া। তোদের কাছ থেকে চলে গিয়ে কি করি জানিস্?

জুলিয়া। কি কর—বলনা?

দালিয়া। কাঁদি!

জুলিয়া। কাঁদ?—

দালিয়া। ডুক্‌রে ডুক্‌রে কাঁদি—লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদি—কেউ শুন্‌তে পায়না—কেউ জান্তে পারেনা—কেউ দেখ্‌তে পায়না। হাওয়ায় সে কান্না ভেসে যায়—গাছের ডালে পাখিগুলো সে কান্না শুনে কাঁদে, নির্জ্জন রাত্রে সে চোখের জল শিশিরের সঙ্গে মিশিয়ে যায়।

জুলিয়া। দালিয়া!

দালিয়া। জুলিয়া!

জুলিয়া। তুমি পাগল!

দালিয়া। তিন্নিকে দেখে কতকটা হয়েছিলুম—কিন্তু তবু কতকটা জ্ঞান ছিল—তুই এসে যা ছিলুম তাও রইলুম না।—একেবারে জানোয়ারের অধম হয়ে গেলুম। আমি চাঁদ না দেখে থাক্‌তে পারিনা—আমি সূর্য্যির আলো না হ'লে বাঁচিনা—আমি তোকেও চাই, আমি তিন্নিকেও চাই।

জুলিয়া। দালিয়া! আমাদের যে আর তুই দেখতে পাবি না।

দালিয়া। কেন, তোরা পালিয়ে যাবি?

জুলিয়া। আরাকানের নবাব যে আমাদের নিয়ে গিয়ে বেগম ক'রে রাখবে।

দালিয়া। বেশ তো বেগম হয়ে থাক্‌বি—কত সুখে—কত মজায় দিন কাটাবি; কত ভাল ভাল পোষাক পাবি—গয়না পরবি—কত মেওয়া খাবি—সেত খুব ভাল হবে।

জুলিয়া। তোর সঙ্গে যে দেখা হবেনা!

দালিয়া। কেন, আমাকে প্রাণে প্রাণে দেখতে পাবিনা? আমিত তোদের ছবি প্রাণে প্রাণে এঁকে রেখেছি—কেবল লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছি—সে দেখায় কত সুখ তা জানিস্?

জুলিয়া। আমায় একবার দেখাতে পারিস ?

দালিয়া। পারি,—কেন বল্ দেখি ?

জুলিয়া। এই যে ছোরা দেখছিস এইখানা তার বুকের মধ্যে বসিয়ে দিতে চাই।

দালিয়া। এঁ্যা, সে কিরে ? এতো একটা মস্ত মজার কথা।

জুলিয়া। মজা কিরে পাগলা ?

দালী। মজা নয়—কোন কথা নেই—বার্ত্তা নেই—প্রথম আলাপেই একখানা ছোরার আদখানা—একটা জ্যান্ত রাজার বুকের ভেতর চালিয়ে দিবি। বাঃ—বাঃ—বেড়ে দেখবার জিনিস হবে বটে ; আচ্ছা, তখন রাজাটা কি রকম ভ্যাকাচ্যাকা খেয়ে যাবে—সেটাও একটা খুব দেখবার জিনিষ কি বলিস্ ?

জুলিয়া। খুব মজা হবে ; ফুলশয্যায় কবর এ একটা খুব মজার জিনিষ। যথার্থই বলেছিস্ দালিয়া আমরা আমোদ কর্ত্তেই যাচ্ছি বটে।

দালী। আচ্ছা, ছুরীখানা যত্ন করে রাখ্—রাজার বুকে পুরে দিয়ে আমার হাতে দিস। আমি ছুরিতে দেখ্বো বুকটা কি—কি জিনিস দিয়ে খোদা তৈয়েরি করেছে।

জুলিয়া। কেন দালিয়া ?

দালিয়া। নইলে যত গোলমাল এই বুকের ভেতর।

জুলিয়া। যথার্থ দালিয়া ! যত গোলমাল এই বুকের ভেতর।

(আমিনার প্রবেশ।)

আমি। এই যে দিদি ? একি, দালিয়া এখানে যে ?

দালিয়া। হ্যাঁ, দুদিক রাখছি—দুপাশ না হলে যে কেমন ফাঁকা—ফাঁকা ঠেকে।

আমি। আর দুপাশ—দিদি! খবর শুনেছ?

জুলিয়া। হ্যাঁ শুনেছি, আমিনা! বোন এইবার ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পষ্টই দেখা যচ্ছে। এইবার তোর আমার জীবনের কর্ত্তব্য পালন করবার সময় এসেছে—এখন আর খেলা ভাল দেখায় না।

দালিয়া। খেলা কর্ত্তেই হবে। খেলা ছেড়ে আমি এক দণ্ডও থাকৃতে পারবো না—তোরাও পারবিনি। হা—হা—হা—হা—

আমি। জান দালিয়া! আমি রাজবধূ হতে যাচ্ছি।

দালিয়া। হ্যাঁ. কিন্তু সেত বেশীক্ষণের জন্য নয়। নবাবের বুকে ছুরিখানা বসাতে যতক্ষণ সময় যাবে।

আমি। (স্বগতঃ) দালিয়া যথার্থই বনের মৃগ—এর সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করা আমারই পাগ্লামি, দালিয়া! রাজাকে মেরেই কি আমরা ফিরতে পারবো?

দালিয়া। হ্যাঁ, মার খেলে রাজা কি ছেড়ে দেবে? তুমি যে সেই প্রথম দিন আমাকে মারলে—আমি তোমাকে সেই থেকেই পেয়ে বসেছি—এখনও কি ছেড়েছি?

আমি। কবে আবার তোমাকে আমি মারলুম?

দালিয়া। মারনি—মারনি? উঃ! সেকি সোজামার—আমার হাত পা খোঁড়া হয়ে গেছে—আমি এখনও বেদনা সারাতে পারিনি—বাবারে—

আমি। আমি তোমার কথা কিছু বুঝ্তে পারি না

দালিয়া! দিদি! আবার জীবনের একটা পরিবর্ত্তন। মনে করেছিলুম সর্ব্বত্যাগী হয়ে—জনসমাজের বাইরে এই রকম

চিরকাল সুখভোগ কর্ব্ব—কিন্তু খোদা তা সইলেন না। আবার দুঃখের অনলে নিক্ষেপ কর্ত্তে উদ্যোগ কল্লেন।

জুলিয়া। অদৃষ্টে যখন সত্যই সুখভোগ লেখা নেই তখন আর দুঃখময় জীবন রেখেই বা ফল কি? আয় বোন! বুকে সাহস বেঁধে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়ে এ দুঃখের জীবন নিজহস্তে অবসান করি। চল, বেগম হয়ে রাজপ্রাসাদে যাই—তারপর এই ছুরি—।

দালিয়া। উঃ! চক্‌চক্ কচ্ছে—দেখেই নবাবের ভারি লোভ হবে—তোমাদের কষ্ট কর্ত্তে হবে না—নবাব নিজেই নিজের বুকে বসিয়ে নেবে—।

আমি দিদি! আমি প্রস্তুত আছি।

দালিয়া। আমিও প্রস্তুত হইগে। (দালিয়ার পলায়ন)

জুলিয়া। দালিয়া! দালিয়া! শোন—শোন!

আমি। উন্মাদ! কি খেয়াল হ'ল ছুটে পালাল। দিদি! আর মায়া কেন? মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হয়েছি—আর মায়া বাড়িয়ে নিজের প্রাণকে কেন দুঃখ দিই!

জুলিয়া। বাঃ! আমিনা! তুই খুব ধৈর্য্যশালিনী। চল দেখিগে নবাব কাকে পাঠালে।

[উভয়ের প্রস্থান।



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুটীর প্রাঙ্গন।

(আল্‌নাশা ও মেস্‌রু)

মেসরু। বাবা! বাবা! শোন, চুপি চুপি বলি।

আল্‌। কি বল্‌বি বল্‌না—অত লাফালাফি কচ্ছিস্‌ কেন?

মেসরু। লাফালাফি কচ্ছি কি সাধে? প্রাণের দায় বড় দায়। বাবা! এই লাফালাফি কত্তে কত্তেই যদি কলা দেখিয়ে সরে পড়তে পারি তাহলেই আমার বাবার ভাগ্যি।

আল্‌। আরে মর্, সরে পড়্‌বি কোথায়?

মেসরু। আর কোথায়—যেখানে গেলে নবাব বাদসার নজরে না পড়ি। একেবারে মগের মুলুক। যদি ভাল চাও—কোন রকম করে দুজনে কালীঝুলি মেখে এইবেলা লম্বা দিই এস।

আল। কোথাকার বাওরা ছেলে দেখ! নবাব আমাদের শুদ্ধ নিয়ে যেতে লোক পাঠিয়েছে—তা শুনেছিস?

মেসরু। শুনেছি বলেই তো বুকের ভেতর ধড়্‌ফড়্‌ কচ্ছে—

আল। কেন, বেশতো আমরাও যাই চল্‌না।

মেসরু। তুমিতো যাবেই বাবা! তোমার চুল পেকেছে—দাঁত পড়েছে—দুনীয়ার অনেক সথ মিটিয়ে নিয়েছ—তোমারও দিন ফুরিয়েছে। তুমি আজ না গেলে দুদিন বাদে নিশ্চয়ই যাবে বাবা! আমি যে এখনও সাদি পর্য্যন্ত করিনি। এখনও আধার ভাল করে সুর গজায়নি—আমি এত শিগ্‌গির দুনিয়ার মায়া কেমন করে ছাড়ি বল দেখি?

আল। কেনরে বেকুব! আমাদের কি কবরে নিয়ে যেতে এসেছে?

মেসরু। না তোমাকে নবাবের মাসির সঙ্গে নিকে দেবে, আর আমাকে একটা পাট্টাগোছের খোজা বাঁদির সঙ্গে সাদি দেবে।

আল্। দূর ভেড়ের ভেড়ে পাজি!

মেসরু। পাজি বইকি—এত বুড়ো হলে, তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে—তুমি আর নবাবের মৎলবটা বুঝতে পাল্লে না বাবা? ছুঁড়ি দুটোকেও বেগম করবে বলে নিয়ে যাচ্ছে—আমাদের তলব দিয়ে পাঠালে কেন বাবা? যেমন নবাবের কাছে পৌঁছান আর অমনি ফড়াকসে তোমার আমার মুণ্ডদুটো মাটীতে পড়ে গড়াগড়ি খাবে।

আল। তোর যেমন ছোট মন, তুই কেবল ঐ সকল মন্দ সন্দেহ করিস।

মেসরু। হুঁ—হুঁ, সন্দেহ বড় নয়, যখন জল্লাদ কোপ ঝাড়বে তখন বুঝ্‌তে পারবে মেসরু ঠিক বলেছ কিনা। এখন মনে কচ্ছ নবাব গরম গরম কবাব এনে তোয়াজ করে তোমার আমার মুখে গুঁজে দেবে—সেটা মন থেকে একেবারে ঝেড়ে ফেল বাবা!

আল। কি কতকগুলো বাজে বকছিস? চারিদিকে নবাবের লোকজন এসেছে এখনি তোর কথা শুনলে একটা অনর্থ ঘটাবে তা বুঝলি গাধা?

মেসরু। অনর্থ ঘটাতে আর বাকি আছে! দলে দলে হাতি ঘোড়া, ঘোড়সওয়ার, উট, গাড়ী, পালকী, এসে ঘরদোর ভেঙ্গে

ফেলবার উপক্রম করেছে। ভাঙ্গুকৃগে, বাপ বেটায়তো কবরে চল্‌ম বাবা! ভোগ আর কে করবে বল? আবার ওদের পোরে যাবার জন্তে কি রকম পোষাক পাঠিয়ে দিয়েছে দেখেছ?

আল। আচ্ছা, তোর মগজটা কেন এমন বিগড়ে গেল বল্‌ দেখি, নবাবের লোক এসে আমাদের সঙ্গে বেশ মিষ্টি কথা কইছে কোন রকম সাশাচ্ছে না—কি জুলুম কচ্ছে না।

মেসরু। আরে, যখন একেবারে কর্ম্ম কাবার করে দেবে—তখন আর জুলুম করে সাশিয়ে কেন দোকর মেহন্নত করবে বল, তোমাকে বুড়ো সুড়ো দেখে হয়তো ছেড়ে দিতে পারে—কিন্তু আমাকে প্যাগম্বর এসে বল্লেও ছাড়বে না।

আল। কেন?

মেসরু। কেন সে আর তোমার সামনে কি বলবো। সে তিন্নি খুব জানে; বাবা! সে কি যেমন তেমন নবাব—তার বাহান্নটা চোক, আর ৮২ হাত লম্বা নাক—বেছে বেছে ছুঁড়ী ছুটোর গন্ধ পেয়ে ঠিক এসে পাকড়ে ধরেছে ত।

আল। তা, তোর কি?

মেসরু। আমার আবার কি—নবাব দেশের যত ছুঁড়ী বুড়ী ধরুক্‌ না—কিন্তু সেই সঙ্গে তোমার আমার মতন ছোঁড়া বুড়োকে ধরে টানাটানি কচ্ছে সেই যে বেজায় গণ্ডগোলের কথা।

আল। তুই দাঁড়িয়ে বকর বকর কর—আমি দেখি তিন্নির গোচ্‌গাছ হলো কিনা। তুই চল—তোকেও যেতে হবে। খবরদার যেন পালাস নি—তাহলে নবাব ভারি চটে যাবে।

[আলনাশার প্রস্থান।

মেসরু। আর পালাসনি—পালাবার সড়ক থাকলে কি মেসরু মিয়া এতক্ষণ এখানে সশরীরে হাজির থাকতো—খুব জোর বরাত সেই ব্যাটা দালিয়ার। ব্যাটা এদিকে রোজ এক-বার করে আসে আজ আর এ পথ মাড়ায় নি। সেই ব্যাটাকে একবার পাকড়াও করে নিয়ে যায় তাহলে ঠিক হয়। হায় হায় আমিতো কিছুতেই ছাড়ান পাচ্চি না,—এ ছুঁড়ি তো নবাবের পাশে বসেই আমার নামে নালিস করবে যে, আমি যখন তখন তার সঙ্গে আস্‌নাই কর্ত্তে যেতুম—ও বাবা! তা হলেই তো আরো সর্ব্বনাশ। তাহলে হয় তো ডালকুত্তা দিয়ে আমাকে খাওয়াবে;—ও বাবারে কেন মত্তে এ বেটির সঙ্গে পিরীত কর্ত্তে গিয়েছিলুম, ও মাগো—ওরে ওস্তাদরে ও'র ক্যাসয়াতরে ওরে মেসোরে—ওরে দাদিরে—

(আমিনা ও জুলিয়ার প্রবেশ)

জুলিয়া। একি—মেসরু এখানে কাঁদতে বসলো কেন?

আমি। কাঁদবে না দিদি! এতকাল একসঙ্গে এককুটীরে একস্থানে, ভাই বোনের মতন বাস কল্লেম, আজ জন্মের মতন ছাড়াছাড়ি হচ্চে একটু কাঁদবে না, হাজার হোক মানুষ তো।

জুলিয়া। মেসরু! আমাদের জন্য তোমার দুঃখু হয়েছে?

মেসরু। উহু আমার গর্দ্দানার জন্য।

জুলী। কেন, কি হয়েছে?

মেস। তুমি নতুন এসেছ তোমার সঙ্গে বড় কিছু হয় নি ঐ তিনি জানে।

আমি। কি জানি মেসরু?

মেসরু। দোহাই তিন্নি! আমার মুখটা একটু ভাল ক'রে চেয়ে দেখ, আমি ছেলে মানুষ দুধের ছেলে, কি বলতে কি বলেছি নবাবের কাছে গিয়ে সে সব কথা গুনো বলোনা— দোহাই আল্লা! এমন কম্ম আর কখনও করবো না।

আমি। বুঝতে পেরেছ তো—পরস্ত্রীকে কখন কুনজরে দেখতে নেই, কখন কু কথা বলতে নেই।

মেসরু। তখন বুঝিনি, এখন হাড়ে হাড়ে বুঝেছি—পরস্ত্রী কি। আমি নিজের স্ত্রীকেও কখনও কুনজরে দেখবো না—তো পরস্ত্রীকে কুনজরে, এই নাককান মলছি কখনও কারও সঙ্গে কথাও বলবো না—কখন কাকেও চেয়েও দেখব না। আমি হাবা—কানা—কালা হয়ে পীরের দরগায় খিল এঁটে বসে থাকবো—এখন এ যাত্রা ভালয় ভালয় বাঁচলে হয়।

আমি। না-না-সে ভয় তোমার নেই, মেসরু! আজ দালিয়ার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিলো?

মেসরু। তা আর হয়নি—তবে আর বলছি কি? নবাবের লোকজন এসে আগেই তাকে ধরে—কড়াকড় করে বেঁধে চালান দিয়েছে।

আমি। এঁ্যা, সত্যি নাকি—কখন?

জুলিয়া। সত্যি মেসরু! তুমি দেখেছ!

মেসরু। ওরে বাপরে! দেখিনি!

আমি। তাকে বেঁধে নিয়ে গেছে!

মেসরু। হুঁ, পিছমোড়া করে এতক্ষণে বোধ হয় সে কবরে শুয়ে অর্দ্ধেক রাত্রি কাবার কল্লে।

আমি। দিদি!

জুলিয়া। না, আমিনা! একথা আমার বিশ্বাস হয় না— তাহলে আমরা কারুর মুখে না কারুর মুখে এ খবর নিশ্চয়ই পেতুম।

মেসরু। বিশ্বাস কল্লে না,—আচ্ছা, সেইখানে গিয়েই শুন্‌বে—আমি একবার দেখি—যদি বলে কয়ে ছাড়ানটা পাই।

[মেসরুর প্রস্থান।

আমি। না—না—এ কখন সম্ভব নয়। নিরীহ নির্দ্দোষী, অতি সরল, শিশুর চেয়ে কোমল হৃদয় দালিয়া। তাকে কেন নবাবের লোক ধরে নিয়ে যাবে! এ আমার কিছুতেই বিশ্বাস হয় না।

জুলিয়া। দালিয়াকে যদি নবাব বেঁধে নিয়ে গিয়ে থাকে— তাহলে স্থির জানিস আমিনা! আমি আরাকানের রাজ-প্রাসাদের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে স্বহস্তে হত্যা করবো; একা জুলিয়া তখন কোটী কোটী বীর রমনীর, শক্তিলাভ করবে - কারো সাধ্য নাই আমার সম্মুখীন হবে।

(নবাব দূত ও আলনাশার প্রবেশ)

ন-দূ। বন্দেগী বেগম সাহেবা! বহুৎ বহুৎ তস্‌লিমাৎ! রাজপ্রসাদ হতে দুই শিবিকা উপস্থিত। অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে।

জুলিয়া। আমরাও প্রস্তুত! চল এখনই যাচ্ছি—বৃদ্ধ! আমাদের বিদায় দাও।

আমি। (আলনাশার প্রতি) স্নেহময় প্রতিপালক পিতা! আমরা তবে চল্লুম! অনেক উপদ্রব করেছি—অনেক আব্দার

সহ্য করেছ। কন্যার অধিক মায়া মমতা প্রদর্শন করেছ আদরে যত্নে লালন পালন করেছ। প্রতিদান কিছুই দিতে পারিনি—এ জীবনে কখনও পার্ব্বনা। বড় দুঃখ হচ্ছে—তিনি চলে গেলে তোমার গৃহ কর্ম্ম কে করবে।

আল। কাজ কর্ম্ম জাহান্নমে যাক্ মা! আমার আঁধার ঘরের রোশনাই তুই—আমার কুঁড়ে ঘর চাঁদনীর আলোতে তুই হাসিয়ে রেখেছিলি—আজ এতকাল পরে সে আলো নিবে যাবে! আমি এ অন্ধকারে কেমন করে বেঁচে থাকবো মা! কুক্ষণে মায়া বাড়াতে এসেছিলি,—কুক্ষণে বাবা বলে বুড়োকে স্বর্গে তুলেছিলি! এখন যে বুকটা আমার ফেটে যাবার মতন হচ্ছে মা! (ক্রন্দন) হা আল্লা শেষশায় একি বিষম চোট মাল্লে।

আমি। কেঁদনা বাবা! তোমার চোখে জল দেখলে, নবাবের হুকুম তামিল কর্ত্তে যেতে পার্ব্বনা। কি প্রাণ নিয়ে এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি তুমি তো প্রাণে প্রাণে বেশ বুঝতে পাচ্ছ বাবা! চল দিদি! আর বিলম্ব করে কাজ নেই। যাবার আগে একবার সব ভাল করে দেখে নিই। আমার সেই ছেলে বেলার সুখের আশ্রয়টা—সেই সাধের কুঁড়েঘরখানি অশ্রু জলের ভেতর থেকে আর একবার জন্মের মতন ভাল করে দেখেনি। আমার সেই নিজের হাতে রোপিত গাছটী সেই সোহাগের লতাবলী একটীবার শেষ দেখা দেখে নিই। আহা সেই নীলা নদীর স্বচ্ছ শীতল জল—যেখানে কত খেলা করেছি—সঙ্গিনীদের সঙ্গে মিলে কত সাঁতার দিয়েছি—আর এ পোড়া জীবনে তা স্পর্শ কর্ত্তে পারবো না।

জুলিয়া। চিন্তা কি ভগ্নি! এ জীবনে সুখ সাধ অসম্পূর্ণ রেখে চল্লুম—খোদার কাছে কায়মনোবাক্যে এই প্রার্থনা করি পরজন্মে যেন প্রাণের সাধ মিটিয়ে এ সরল সুখ শান্তি উপভোগ কর্ত্তে পারি।

আল। ঠিক বলেছিস মা! আমিও আল্লার কাছে এই প্রার্থনা করি যেন জন্ম জন্ম তোদের মত মেয়ে কোলে নিতে পারি।

আমি। বৃদ্ধ! যদি কখন দালিয়াকে দেখতে পাও—বোধ হয় আর পাবে না, যদি সে কখন আর ভুলেও এখানে আসে তাকে এই আংটীটা দিও। বলো, তিন্নি যাবার সময় তোমাকে যত্ন করে এইটী দিয়ে গেছে। বলো এইটী যেন হাতে পোরে অভাগিনী, তিন্নিকে মাঝে মাঝে মনে করে। আসি তবে?—

আল। হা আল্লা! চলুন মিয়া সাহেব আমরা সকলে প্রস্তুত হয়ে আছি।

(ধীবর কন্যাগণের প্রবেশ।)

১ম ধী ক। তিন্নি বহিন! আমাদের ছেড়ে চল্লি, আর তোদের সঙ্গে কখন দেখা হবে না।

ঐ দ্বী। আমরা তোকে না দেখে কেমন করে থাকবো ভাই? তোরা যে দুজনে আমাদের প্রাণ হয়েছিলি।

তৃতীয়। তুই চলে গেলে আমাদের গাঁ অন্ধকার হয়ে যাবে দিদি!

আমি। বহিন! কি করবো খোদার মর্জ্জি, স্ত্রী জন্ম ধারণ করেছি, কেবল পরাধীনা হয়ে পরের হুকুম তালিম কর্ত্তে।

ভাই! কে সাধ করে জীবনের এমন সুখ শান্তি এমন শৈশব সঙ্গিনীদের পরিত্যাগ করে যেতে চায়?

জুলিয়া। সখী! আমরা মত্তে যাচ্ছি—মৃত্যু আমাদের আহ্বান করে নিয়ে যাচ্ছে—মৃত্যুর কবল থেকে কেউ কি কখন কাকেও ফেরাতে পেরেছে দিদি?

১ম ধীক। না না—তোমরা নবাবের বেগম হবে—তোমাদের এত রূপ, এত গুণ, কি এই জেলের কুঁড়ে ঘরে শোভা পায় বহিন? আমাদের খুব বরাৎ যে বেগমের সঙ্গে আমরা এত কাল খেলা ধুলো করিছি—কত আমোদ করেছি তিন্নি দিদি! বেগম হয়ে আর কি আমাদের মনে করবি?

আমি। ওরে কি বল্‌বো—কেমন কোরে তোদের প্রাণের জ্বালা মুখে প্রকাশ করে জানাব? আমরা যদি সুখের আশায় যেতুম তাহলে তোদের কি ছেড়ে যেতুম? শৈশব সহচরী সহোদরার অধিক তোরা—চিরদিন আমার সুখের সুখী দুঃখের দুঃখি তোরা তোদের ভুলে কি আমরা সুখ ঐশ্বর্য্য ভোগ কর্ত্তে পারবো? কিন্তু, কি কর্ব্ব, কোন প্রাণে তোদের মরণের সঙ্গিনী করে নিয়ে যাই সখী?

১ ধী। বালাই বালাই—খোদা তোদের ভাল করুণ।

গীত।

ওলো ভালবাসা বড় দায়।

ভাল বলে ভাল বেসে, শেষে দেখি প্রাণ যায়॥

সোহাগে আদরে যতন করে, রেখেছিনু তোরে বুকে ধরে,

প্রাণে মেরে ছুরি, কেটে মায়া ডুরি,

সাধের পাখি উড়ে যাবি কোথায়॥

করে গলাগলি—কোলাকুলি, বলেছিলি কত মিঠি বুলি,
হেসে মৃদু হাসি, গলে দিয়ে ফাঁসি,
প্রেম ফাঁদে বাঁধিয়ে সবায়।
নয়ন আসারে, ভাসায়ে সবারে,
কোন প্রাণে তুই নিবি বিদায়॥

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান।

রঙ্গিলা।

গীত।

রঙ্গিলা। সাধ নাই সেধে এসেছে, বাঁধি নাই বাঁধা পড়েছে।
পাগল সাজিয়ে আপনি মজিয়ে আমারেও বেঁধেছে॥
অজানা অচেনা কোথা হতে এসে,
হেসে হেসে পুনঃ আঁখিনীরে ভেসে,
যা ছিল আমার হৃদয়ের সার, চুরি করে লুটে নিয়েছে॥
কাছে কাছে থাকে একিরে বালাই,
দূরে যদি রয় প্রাণে ব্যাথা পাই,
চাহিনা চাহিনা কত করি মানা তবু সে সকলি দিয়েছে॥

বেগম ছুটো তো এসে পড়লো বলে—আমি এখন কি করি? আর একটু রাস টেনে রাখবো? উঁহু আর নয় খুব হয়েছে—বেচারির কশ বেয়ে রক্ত ভেসে যাচ্ছে—আমারও হাত টন্ টন্

করছে—এইবার একটু নোল দিই, কি বল ? অনেক ফচ্‌লান হয়েছে—এইবার নেবু তেঁতো হয়ে যাবে আর কাজ নেই। ছুঁ-ছুঁ পুরুষ ! প্রেম করে আমাদের সঙ্গে চালাকি, মেয়ে মানুষ যেমনি হ'ক না—পুরুষের চেয়ে তার কত বেশী কদর। পুরুষ তো কেবল দমে ভারি—গতরে ওজন বেশী, মেয়ে মানুষ ফুলের জাত। দেখতে সুন্দর, ছুঁতে কোমল, গন্ধে পাগল করা। কত তোয়াজের জিনিষ। যদি বল শিমুল ফুল—পুরুষের ভিতর তেমনি বাবলা গাছওতো আছে গা। হলুম বা শিমুল ফুল ? শিমুল ফুল তবু ফুল তো বটে ? টকটকে রং—তুলতুলে নরম —মেয়ে মানুষের কাছে পুরুষের বড়াই—মেয়ে মানুষ পুরুষকে সাধবে—খোসামদ করবে—পায়ে ধরবে—পোড়া কপাল ! নবাব বলেছেন আজ আমাদের মিট্‌মাট্‌ করে দেবেন ;—কাজ নেই, সে বড় কেলেঙ্কারী ! ঐ যে মিন্সে একাই আস্‌ছে—সুবিধে বুঝি আপোশে নিজেরাই মিটিয়ে নিয়ে বেগমদের খাতির কর্ত্তে যাই।

(তাহেরের দূরে প্রবেশ।)

তাহের। (স্বগত) আবার বকেয়া ঢং ধরেছে—খেলোয়াড় মেয়ে মানুষ বটে বাবা ! যা হোক নবাব গেলো কোথায় ? এই বেড়ে সুখিধে—এই সময় মকর্দ্দমাটা রুজু করে দিলেই বেশ হ'ত না ?

রঙ্গি। (স্বঃ) ঐখানে দাঁড়ায়ে রইলো যে—বোধ হয় ভরসা কচ্ছে না। (প্রকাশ্যে) কে দাঁড়িয়ে হা ?

তাহে। (জানু পাতিয়া) আজ্ঞে জনাব ! আপনার জুতিবর্দ্দার গোলাম তাহের খাঁ—চিন্তে পাচ্ছেন না ?

রঙ্গি। ও তুমি—তা ওখানে মাটীতে বসে পড়লে কেন?

তাহে। কবরের জমিনটা মেপে নিচ্ছি। মাটী কোদলাতে হবে কিনা।

রঙ্গি। বটে—নিজের কবর নিজে কেটে রাখ্ছো—তা বেশ—বেশ।

তাহে। কাজেই, একটা ব্যবস্থা ত কত্তে হবে—নইলে শেল কুকুরে শেষ টেনে নিয়ে পেটে পুর্বে।

রঙ্গি। তার জন্যে ভাবনা কি? আমায় বল্লে না কেন? আমি কফিন বইবার লোক ঠিক করে দিতুম।

তাহে। যে আজ্ঞে, আপনি যে এতটা সদয় হবেন তা জান্তুম না। তা সে পরের কথা; এখন জিজ্ঞাসা করি কেমন আছেন—বেশ ভাল আছেন তো?

রঙ্গি। হ্যাঁ, দিব্বি খোস্ মেজাজে আছি।

তাহে। খানা পিনা বেশ রুচ্ছে?

রঙ্গি। হ্যাঁ আজকাল কিছু বেড়ে গেছে।

তাহে। তা গতরে মালুম পাচ্ছি বটে। তা ভাল—ভাল গতর বাড়লেই ভাল। মেয়ে মানুষকে বড় চট্ করে শুকুতে দেখিনি—শতকরা ৯৮ জন কেমন গোলটী গালটী হচ্ছে। আড়ে লম্বে বাড়ছে—কাল দেখলুম ছয় সাত বছরের পুঁটকে ছুঁড়িটে নাকে পোঁটা, বড়ির মতন খোঁপা—স্কালবেলে প্যাঁকাটীর মত হওয়ায় উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে, ওমা! বছর কতক বাদে দেখি এই এতখানি জাব্বা জোব্বা—গেরামভারী মোটা সোটা—গল্দা চিংড়ির মুড়ো—একেবারে ঘিয়ে ভরা হয়ে উঠেছে—আর, পোড়া পুরুষগুলোর কি ঠিক উল্টা গা? কেবল কাঠ—কেউ

গরাণ—কেউ সুঁদরী—বড় জোর কেউ তেঁতুল, কিম্বা কুলকাঠ। একটু মেয়ে মানুষের আগুন লাগলে—ব্যাস্—দাউ দাউ করে জ্বলে পুড়ে একেবারে ছাই ভস্ম।

রঙ্গি। উঃ তুমি যে এক নিঃশ্বেষে অনেকটা বলে ফেল্‌লে—কিছু নেশা করে এসেছ নাকি?

তাহে। করেছিলুম বটে এখন খোঁয়ারী কাটাবার ব্যবস্থা কচ্ছি;—কেবল তুমি একটু নেক্‌নজর কল্লেই দু পাত্র চোঁ করে টেনে নিয়ে কলিজাটা ঠাণ্ডা করি।

রঙ্গি। কি চাও কি? শুনি!

তাহে। ছটাক্‌খানেক অধর সুধা।

রঙ্গি। অমনি নাকি?

তাহে। না নগত প্রাণটা পায়ের জুতোর তলায় ধরে দিচ্ছি।

রঙ্গি। কই দাও—আগে দেখি কি দরের, তবে বিবেচনা কর্ব্ব।

তাহে। দিই—ঐ—যা—সেও আর নেই।

রঙ্গি। কেন, কি হ'ল?

তাহে। সেও অনেক দিন আগে তোমায় দিয়েছি।

রঙ্গি। কই, আমায় তো বলে দাওনি!

তাহে। কি জানি নেবে কি না—তাই ছুড়ে দিয়েছিলুম,—দিব্বি গেলে বল, পেয়েছ কি না?

রঙ্গি। আরে, সেটাত অতি পচা ধষা—তাতে সার আছে কি?

তাহে। আ, সর্ব্বনাশ! মাইরি বল্‌ছি—অযত্ন করে ফাঁকায়

ফেলে রেখে হয় তো ঐ দশা দাঁড়িয়েছে, আমার মাথা খাও, একটু মেজে ঘসে নাও দেখি—দেখ্‌বে কি রকম চক্ চক্ কচ্ছে,—একেবারে মজগুল হয়ে যাবে।

রঙ্গি। সত্যি নাকি ?

তাহে। আল্লার কসম—কোন বেয়াদব মিছে কথা কয়।

রঙ্গি। আবার বাগে পেলে আর কাকেও ত দেবার জন্যে আমার কাছে থেকে ফিরিয়ে নেবে নাত ?

তাহে। আরে ছো—এক মুরগী কবার জবাই হয় বিবি ?

রঙ্গি। তোমরা জোচ্চোর ঠক্, জালিয়াৎ, অধর্ম্মে তোমরা সব পার।

তাহে। তা পারি ;—কিন্তু আমি তা পারবো না—প্রাণ থাকৃতে করবো না।

রঙ্গি। তার প্রমাণ ?

তাহে। এই তোমার পায়ে হাত দিয়ে বল্‌ছি—এই তরুলতা, আকাশ, চাঁদ, তারার মালা সাক্ষিরেখে বল্‌ছি, নিজের ইহকাল পরকালের শপথ, আল্লার মেহেরবাণীর শপথ করে বল্‌ছি—এ জীবনে তোমা ভিন্ন কখনো—কারু দিকে ফিরে চাইবোনা—কোন স্ত্রীলোকের কথা মনেও ভাববো না।

রঙ্গি। ওঠো তাহেব ! তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব—আমি অনেক দিন হতে তোমার হয়ে আছি।

তাহে। ব্যাস, তবে গোল মিটলো ?

রঙ্গি। হ্যাঁ সব মিটলো।

উভয়ের গীত।

(বল) মেটামিটি কেমন মিঠে ঝগ্‌ড়া ঝাঁটির পর।
চাইতো যে যা, পেলে সে তা, হ'ল হিসেব নিকেশ পরস্পর ॥
তাহে। যত্নে তোমায় রাখব মাথায় চলতে দেব না।
রঙ্গিলা। মিট্‌লে আশা ঘুচলে নেশা টান যাবে জানা ॥
তাহে। ছিছি (আমি) তেমনি কি বেইমান,
রঙ্গি। পুরুষ জাতের ধারাই যে এই, তুমি করবে কি তা জান?
উভয়ে। তবে ছাড়াছাড়ী হয় না প্রেমে জানে যে প্রেমের কদর ॥

(নেপথ্যে নহবৎধ্বনী)

তাহে। চল, নবাব কোথায় দেখিগে! ঐ বুঝি বেগমরা আস্‌ছেন।

(আমিনা, জুলীয়া ও বাঁদিগণের প্রবেশ)

গীত।

বাঁদী। সুখে তোমার গরব কি চাঁদ দেখ এ চাঁদ বদন পানে।
তোমার মতন কতশত লুটিয়ে আছে নোখের কোণে ॥
সোণার বরণ হেরে চাঁপা, বিরাগ ভরে পাতা চাপা,
মধুর স্বরে পালায় দূরে কোকিল বঁধু হার মেনে ॥
চকোরী হেসে হেসে, অধরসুধা নেবার আশে,
উধাও হয়ে ছুটে আসে, চেয়ে থাকে আকুল প্রাণে ॥

আমি। সকলেই উৎসবে আমোদে উন্মত্ত, আমাদের মুখে হাসি নেই। চখে অশ্রু চিহ্ন নেই—দিদি! আমি যেন কি হয়ে গেছি।

জুলিয়া। ঠিক বলেছিস্ আমিনা! আমারও যেন ভাবান্তর উপস্থিত—যখন কর্ত্তব্য দুরে ছিল, ততক্ষণ তার উৎসাহের তীব্রতা ছিল। এখন হৃদয় আপনা হতেই দুরু দুরু কেঁপে উঠছে, আমিনা! আর একবার দুই ভগ্নিতে শেষ আলিঙ্গন করে নিই।

আমি। শেষ কেন বোন! তুমিও যেখানে—আমিও সেখানে, তোমাকে আমাকে ছাড়াছাড়ি করে কার সাধ্য। দিদি! ছুরিখানা আমার হাতে দাও।

জুলিয়া। এই নাও—(লুকাইয়া দেওন) কিন্তু আমিনা—প্রাণের ভগ্নি আমিনা—জীবনের অধিক সহোদরা আমার, নবপ্রেমের বৃন্ত হতে ছিন্ন করে এই ফুটন্ত ফুলটীকে আমি কোন রক্তস্রোতে ভাষাতে যাচ্ছি

আমি। আরতো ভাব্‌বার সময় নেই দিদি!

(রঙ্গিলার পুনঃ প্রবেশ).

রঙ্গি। আইয়ে বেগমসাহেব! বিরাম কক্ষে নবাব নির্জ্জনে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাতের অপেক্ষা করছেন। আমার সঙ্গে আসুন—আমি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি —

আমি। (স্বঃ) এইবার!

জুলিয়া। (স্বঃ) এই শেষ!

(সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সুসজ্জিত—বিরাম কক্ষ।

শয্যায় নবাববেশে—শাহজেনান্।

শাহ। সত্য সত্যই আজ আমার নবজীবন! আমার শুধু নয়—আমিনা জুলিয়া—এদেরও আজ নবজীবন লাভ। এত তৃপ্তি—এত আনন্দ—এত সুখ—জীবনে আর কখনও লাভ হবে কিনা, বল্‌তে পারি না। এত দিনে পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হলো? স্বর্গগত শা-সুজা! আজ প্রাণ ভরে যুক্ত করে তোমার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কচ্ছি, তুমি আমার মুখ চেয়ে আমার পিতাকে মার্জ্জনা কর। এ রাজ্য আমার নয়—তোমার পবিত্র নামে শপৎ করে—তোমারই কন্যাগণকে এ বিপুল আরাকান রাজ্যের সিংহাসন সুখ-সমৃদ্ধি সমস্ত উৎসর্গ কচ্ছি। তুমি প্রসন্ন হয়ে স্বর্গ হতে নিরীক্ষণ কর।

(খোজার প্রবেশ)

খোজা। বন্দেগী জাঁহাপনা! বেগমসাহেব সকলে হাজীর।

শাহ। একেবারে এই খানে আস্‌তে বল—আমি যতক্ষণ না—ঘণ্টাধ্বনী করবো—ততক্ষণ আর কেউ না এখানে প্রবেশ করে।

খোজা। যো হুকুম জনাব! (প্রস্থান)

শাহ। তিন্নি আমার বেগম—ধন্য খোদা! গোলামের সহস্র সহস্র কুর্নিস গ্রহণ কর।

(আমিনা ও জুলিয়ার প্রবেশ)

শাহ। (শয্যায় বসিয়া) আইয়ে বেগম সাহেব! ওখানে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—শয্যায় এসে বসুন।

আমি-জুলি। একি—কার কণ্ঠস্বর? (অগ্রসর হইয়া শয্যার নিকট গমন)

জুলি। এঁ্যা—একি—দালিয়া?

আমি। না—না—স্বপ্ন (মূর্চ্ছা)।

শাহ। আমিনা—আমিনা—তিন্নি—তিন্নি! হৃদয়েশ্বরী! (আমিনাকে বক্ষে ধারণ)

জুলি। দালিয়া! তুমি—নবাব? বাঁদীদের অপরাধ মার্জ্জনা কর।

আমি। বল—বল, দালিয়া! আমি জীবিত কি মৃত?

শাহ। জুলিয়া! প্রাণেশ্বরী! উন্মাদ দালিয়া অনেক দিন তো তোমাদের হৃদয় দান করেছে, এই আজ বক্ষপেতে দিলেম, এস দুই ভগ্নিতে হতভাগ্যের বক্ষ বিদারণ কর—একবার চেয়ে দেখ, তার মধ্যে তোমরা দুটী সহোদরা সমস্তটা যুড়ে বসে রয়েছ কিনা?

জুলি। নবাব! দুঃখীনী বলে আমাদের সঙ্গে এত ছলনা কত্তে হয়?

শাহ। তার জন্যে শত সহস্র বার জানুপেতে মার্জ্জনা চাইছি। বল, বল আমিনা, বল জুলিয়া, উন্মাদ দালিয়া কি তোমাদের যোগ্য? তার সুখে কি তোমরা সুখি হতে পারবে? বল তোমাদের প্রাণে আরতো কোন দুঃখ নেই? আমার

রাজদণ্ড—সিংহাসন, ঐশ্বর্য্য যা কিছু আজ তোমাদের করে অর্পণ কল্লেম। শা সুজার উপযুক্তা কন্যা তোমরা, এ রাজ্যের যোগ্যা সাম্রাজ্ঞী।

আমি। নবাব!

শাহ। না না, নবাব কেন—তোমাদের মুখের দালিয়া নাম না শুন্‌লে আমার কিছুতেই সুখ হবে না।

আমি। কিন্তু, আমার প্রতিপালক বৃদ্ধ পিতা তোমায় সন্তানের অধিক জ্ঞান কর্‌তেন।

শাহ। সে বিষয়ে তো আমি নিশ্চিন্ত নেই প্রাণেশ্বরী! তারা সকলেই নবাব সরকারে সম্মানের পদ পাবে। সেই ধীবর কুটীরে আমি একটী সুন্দর উপবন বাটী প্রস্তুত করিয়ে দেবো; সেথায় সেই সাধের দালিয়া বেশে আমি তোমার সঙ্গে তোমার সঙ্গিনী ধীবর কন্যাগণের সঙ্গে হাস্য কৌতুক আমোদ প্রমোদে সেই সরল ভাবে দিন যাপন কর্ব্ব। আর জুলিয়া,—জুলিয়া সাম্রাজ্য পরিচালনার ভার গ্রহণ কর্ব্বে। এখন এস, নবাবের বুকে ছুরি বসাবার জন্য প্রস্তুত হও! এই দেখ্ আমি বুকপেতে অপেক্ষা কচ্ছি।

জুলি। নবাব মার্জ্জনা করুন—

আমি। ছি! ছি! কি লজ্জা! (ছুরী দূরে নিক্ষেপ)

(ঘণ্টাধ্বনী)

(তাহের, রঙ্গিলা, আলনাশা, মেসরু, রহমৎ, বাঁদী ও নর্ত্তকীগণের প্রবেশ)

শাহ। রহমৎ! এই তোমার প্রভু কন্যাগণ, আরাকানের প্রধানা বেগম, বল তুমি সুখি হয়েছ কিনা?

রহমৎ। জাঁহাপনা! আল্লা আপনার মঙ্গল করুন। আপনি দীনদুনীয়ার মালীক—আপনার যোগ্য কাজই করেছেন।

শাহ। আলনাশা, মেসরু, দালিয়াকে দেখে এত সঙ্কুচিত হবার কারণ কি? দেখ্, তোমাদের তিন্নি আজ রাজরাজেশ্বরী।

আলনাশা। জনাব! আমরা নীচব্যক্তি, আমরা হৃদয়ের আনন্দ মুখে প্রকাশ করতে পাচ্ছিনা।

মেসরু। জনাব! আমি আপনার গোলামের গোলাম নাবুঝে কত অপরাধ করেছি মার্জ্জনা করুন।

শাহ। তুমি নবাব সহোদর, তোমার চিন্তা কি মেসরু?

তাহের। নবাব? জাঁহাপনা! বেগম সাহেব! আমাদের স্ত্রী পুরুষের কুর্নীস গ্রহন করুণ।

শাহ। একি তাহের, এর মধ্যেই তোমরা নিজেরাই বিবাদ মিটিয়ে নিয়েছ?

রঙ্গিলা। কি করি জাঁহাপনা! আপনি নতুন বেগমদের পেয়ে আমাদের কথা ভুলে গেলেন—কাঁজেই নিজের নিজের পথ দেখে নিলুম।

শাহ। রঙ্গিলা তোর তুল্য ভাগ্যবতী আর কে আছে। আমিনা জুলিয়া! এই রঙ্গিলা আমার ভগ্নি। তোমাদের প্রিয়সঙ্গিনী, আর তাহের আমার প্রাণের দোস্ত।

তাহের-রঙ্গি। আমরা নবাব বেগমের নফর।

শাহ। এমন সুখের মিলন কারো অদৃষ্টে ঘটে কিনা সন্দেহ, এ সুখের দিনে কোথাও যেন কেউ নিরানন্দে না থাকে, আনন্দকর, প্রাণভরে আনন্দকর;—দুনীয়ায় আনন্দই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আমিনা? একবার বল তুমি আমার?

আমি। আমি তোমার জীবনে মরণে।

শাহ। জুলিয়া ? তুমিও বল তুমি আমার ?

জুলি। আমি তোমার জীবনে মরণে।

তাহের। এ সুবিধা আমিইবা ছাড়ি কেন বাবা ? রঙ্গিলা ! আমার মাথা খাস—তুই একবার বল, তুই আমার। চুপ করে রইলি যে ? লজ্জা হচ্ছে বুঝি ? ওরে লজ্জা ঘৃণা ভয়—এ তিন থাকৃতে নয়।

রঙ্গি। তাহের! আমি তোমার জীবনে মরণে।

(সমবেত গীত)

গীত।

(কবে) ধীরি ধীরি প্রাণে পশিল লো।
(মুখে) মৃদু হেসে ভাল বাসিল লো ॥
শূন্য আঁধার হৃদয় গগন,
সুধার কিরণে হাসে লো কেমন,
জীবনে মরণে মিসে প্রাণে প্রাণে,
প্রেম স্রোতে সুখে ভাসিল লো ॥

যবনিকা।